প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২১ ❖ ৯ - ১৫ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মহান সাধু আন্তনী

কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি: অন্যদের প্রশ্ন ও কাথলিকদের উত্তর

"প্রভু আমায় আপন করে নাও"

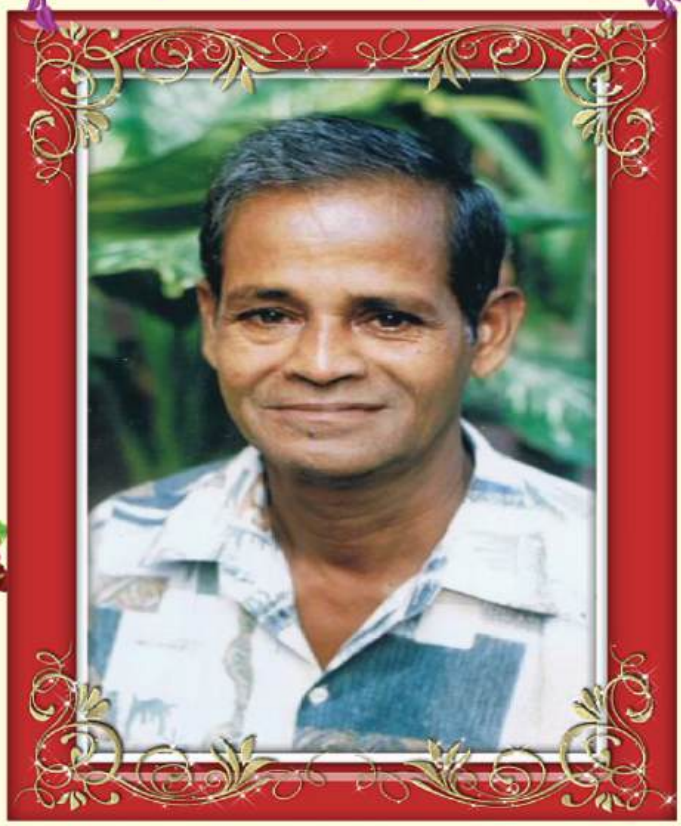

MANU D' CRUZE

জন্ম: ১৫ জুন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
বড়বাড়ী-শুলপুর
শুলপুর ধর্মপল্লী
মুন্সিগঞ্জ

বাবা তোমার চির প্রস্থানের কথাটি শুনে মন মানে না। তবুও যে আমাদের পাহাড়তুল্য কঠিন বাস্তবটি চির সত্য। আমরা আজ তোমাবিহীন জীবন-ধারণ করে পথ চলবো। তুমি ছিলে আমাদের আশার আলোর উজ্জ্বল দ্বীপ, যে আলোয় ভরপুর ছিল আমাদের ত্রিভুবন সংসার। আজ নিভে গেলো সে প্রদ্বীপ, রেখে গেলে মায়ার ছায়া, সে ছায়ার প্রতিচ্ছবি নিয়ে আমরা বেঁচে থাকবো এই ধরাধামে। শুধুই সান্ত্বনা যে, আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন চির নিদ্রায়। তাদের সঙ্গে তুমিও চির নিদ্রায় নিদ্রিত সঙ্গি। আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি যে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট যেভাবে পুনরুত্থিত হয়েছেন, একদিন সকলের সাথে তুমিও পুনরুত্থিত হবে।

আমরা মা, ভাই-বোন, তোমার পুত্রবধু-মেয়ে জামাইগণ ও নাতি-নাতিনী সত্যিই দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তোমাকে মিস করবো। স্বর্গ হতে তুমি দু'হাত ভরে আমাদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের
সন্তানগণ

বিজ্ঞ/১২৫/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২১
০৯ জুন - ১৫ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২৬ জ্যৈষ্ঠ - ০১ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

‘আমাদের সাধু আন্তনী’ আমাদেরকে উৎসবে নয় বিশ্বাসে দৃঢ় করুন

পর্তুগালের লিসবন শহরের সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের ফেরনান্দো মার্টিনসকে খুব বেশি মানুষ চিনে না বা জানেও না তার নাম। কিন্তু লিসবনের আন্তনী বা পাদুয়ার সাধু আন্তনীকে খ্রিস্টান জগত চিনে না বা জানে না, তা বলা কঠিন। জগৎজোড়া খ্যাতি ত্যাগী সাধু আন্তনীর। বাংলার ক্ষুদ্র খ্রিস্টমণ্ডলীতেও সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা বেশ লক্ষ্যণীয়। অনুমান করা যেতে পারে যে, বঙ্গে খ্রিস্টবাণী বয়ে নিয়ে আসা পর্তুগীজেরা তাদের রাজধানী লিসবনের সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তিও সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। যা ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন ভূষণার রাজপুত্র মগ জলসদ্যু দ্বারা অপহৃত হলে এবং পর্তুগীজ ফাদার ম্যানুয়েল দ্যা রোজারিও দ্বারা মুক্ত হয়ে বিশেষ দর্শনে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সাধু আন্তনীর গান করতে করতে বাণীপ্রচার করেন। তাঁর এই আন্তনীর গানের মধ্যদিয়েও সাধু আন্তনীর নাম বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। যেভাবেই সাধু আন্তনীর কথা জানুক না কেন; সাধুসাধ্বীদের মধ্যে সাধু আন্তনীকেই বাংলার জনগণ নিজেদের সাধু ভাবতে শুরু করেছে। উত্তর ইতালির পাদুয়াতে ‘সাধু’ বলতে যেমন সাধু আন্তনীকে নির্দেশ করে তেমনিভাবে আমাদের প্রিয় সাধু বলতে আমরা সাধু আন্তনীকেই মনে করছি। তাইতো সাধু আন্তনীকে স্মরণ করে যেখানেই তীর্থ বা পর্ব হয় সেখানেই মানুষের ভিড় জমে।

সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তজনগণের এই বিশেষ ভক্তি ও ভরসা দেখে স্থানীয় মণ্ডলীর পরিচালকেরাও উদার ও ব্যাপকভাবে সাধু আন্তনীর তীর্থ ও পর্ব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান জনপদ ভাওয়ালে হাজার হাজার মানুষ নিয়ে মহানন্দে সাধু আন্তনীর তীর্থ হয় কোন এক শুক্রবারে, এছাড়াও ঘটা করে তীর্থ হয় রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ ও বরিশাল ধর্মপ্রদেশের কোন কোন ধর্মপল্লীতে। মাণ্ডলিক নির্দেশিত সাধু আন্তনীর পর্ব ১৩ জুন অনেক ধর্মপল্লীতেই পালিত হয়। উপাসনা রীতি অনুসারে ১৩ জুন সাধু আন্তনীর স্মরণ দিবস। তবে সাধু আন্তনীর নামে উৎসর্গকৃত ধর্মপল্লী, প্রতিষ্ঠান ও স্থান ঐদিনে তা পর্ব হিসেবে যথাযথভাবে পালন করতে পারে। তবে ভক্তবিশ্বাসীদের ভক্তি-বিশ্বাস বিবেচনায় স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে যেকোন সাধুসাধ্বীর পর্বই ঘটা করে পালন করা যেতে পারে। তবে তা পালনে যেন শৃঙ্খলাবোধ থাকে। সর্বজনীন মণ্ডলীর উপাসনা রীতি অনুসরণ করেই যেন তা হয়। বর্তমানে দেশের গণ্ডি ছেড়ে বাংলার খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাস নিয়ে হাজির হচ্ছেন ইউরোপ-আমেরিকায়। বাংলাদেশের মতোই আমেরিকার বিভিন্নস্থানে ঘটা করেই সাধু আন্তনীর পর্ব পালিত হয়। রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় খ্রিস্টভক্তদের অধিক উপস্থিতির সম্ভাবনায় প্রভুর দিন রবিবারেই সাধু আন্তনীর পর্ব পালন যৌক্তিক মনে হলেও উপাসনা রীতি নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলার অবকাশ পায়। আবার কোন কোন সময় দেখা গেছে একই সময়ে একই উপলক্ষে এলাকাগতভাবে সাধু আন্তনীর পর্ব পালন। যা ভক্তি-বিশ্বাস থেকে দলীয়বাদটিকে চাঙ্গা করে। কিন্তু সাধু আন্তনীতো একতার ও মিলনের মানুষ।

সাধু আন্তনী খ্রিস্টের সাথে মিলতে চেয়েছিলেন। তাইতো আরাম-আয়েশ বাদ দিয়ে ত্যাগের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। দীন-দুঃখীদের সাথে থেকেছেন। তাদের অভাব অনটন মেটানোর চেষ্টা করতেন। কিছু হারিয়ে গেলে তা ফিরে পেতে সহায়তা করেন। সঙ্গত কারণেই মানুষ বেশিরভাগ সময় কিছু পেতে সাধু আন্তনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অল্প সময় কিছু দিতে আসেন। সাধু আন্তনী মানুষকে যা সবচেয়ে বেশি দিতে চেয়েছেন তা হলো যিশুকে ও তাঁর ভালোবাসাকে। বেশিরভাগ মানুষই আমরা সুযোগ-সুবিধা, সম্মান বা দ্রব্যসামগ্রী চাচ্ছি। কিন্তু আমাদের হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ফিরে পেতে চাচ্ছি না, আমাদের হারিয়ে যাওয়া সামাজিকতা-নৈতিকতা ফিরে পেতে চাচ্ছি না। বিশ্বাস নিয়ে সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় আমাদের হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস, সহজ-সরলতা, আন্তরিকতা, সামাজিকতা ফিরে পেতে চাই। যাতে করে আমরা সক্রিয় ও জীবন্ত বিশ্বাসীয় সমাজ গড়তে পারি। সাধু আন্তনীকে নিয়ে উৎসবমুখরতায় না ভেসে বিশ্বাসে দৃঢ় হই যেমনটি সাধু নিজে ছিলেন। †

আমি আপনাদের সত্যি বলছি, মানবসন্তানেরা যে সমস্ত পাপকর্ম ও ঈশ্বরনিন্দা করে, তার ক্ষমা হবে ; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্তকালেও ক্ষমা পাবে না, বরং হবে অনন্ত পাপের অধীন। (মার্ক ৩: ২৮-২৯)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

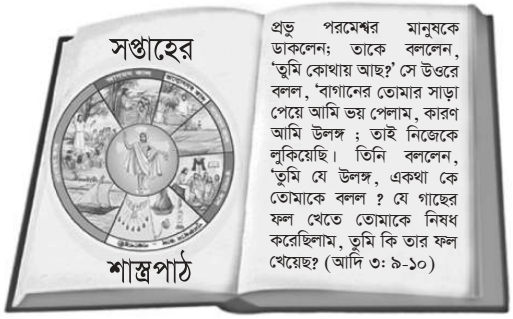

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৯ জুন - ১৫ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

০৯ জুন, রবিবার
আদি ৩: ৯-১৫, সাম ১৩০: ১-৮, ২ করি ৪: ১৩—৫:১, মার্ক ৩: ২০-৩৫

১০ জুন, সোমবার
১ রাজা ১৭: ১-৬, সাম ১২১: ১-৮, মথি ৫: ১-১২

১১ জুন, মঙ্গলবার
প্রেরিতদূত সাধু বার্ণাবাস, *স্মরণদিবস*
শিষ্য ১১: ২১-২৬; ১৩: ১-৩, সাম ৯৮: ১-৬, মথি ১০: ৭-১৩

১২ জুন, বুধবার
১ রাজা ১৮: ২০-৩৯, সাম ১৬: ১-২, ৪-৫, ৮, ১১, মথি ৫: ১৭-১৯

১৩ জুন, বৃহস্পতিবার
পাদুয়ার সাধু আন্তনী, যাজক ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
১ রাজা ১৮: ৪১-৪৬, সাম ৬৫: ৯-১২, মথি ৫: ২০-২৬
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
২ করি ১: ১৮-২২, সাম ১১৯: ১২৯-১৩৩, ১৩৫, মথি ৫: ১৩-১৬

১৪ জুন, শুক্রবার
১ রাজা ১৯: ৯, ১১-১৬, সাম ২৭: ৭-৯, ১৩-১৪, মথি ৫: ২৭-৩২

১৫ জুন, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
১ রাজা ১৯: ১৯-২১, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-১০, মথি ৫: ৩৩-৩৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৯ জুন, রবিবার
+ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি এর মৃত্যুবার্ষিকী (১৯৯৬)
+ ১৯৯৬ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১০ জুন, সোমবার
+ ১৯৯৬ সি. জুলিয়ানা বল্লিও, ওএসএল
+ ২০০৩ সি. জেমস ভলয়াথো, এসসি (ঢাকা)

১১ জুন, মঙ্গলবার
+ ২০২২ ফাঃ জন গোপাল বিশ্বাস (খুলনা)

১৩ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৫ ফা. হেনরী বুদ্রো, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ মাদার এম পাস্কাল, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০০ সি. পিয়া স্যাকুয়েরা, এসসি (খুলনা)
+ ২০০৮ সি. মার্গারেট মেরী, এমসি (ঢাকা)

১৪ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৮০ ফা. ইউজেনিও পেত্রিন, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফা. টমাস বারোস, সিএসসি (ঢাকা)

১৫ জুন, শনিবার
+ ১৯৭৬ ফা. লুইজি ভেরপেল্লী, পিমে (দিনাজপুর)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭৪২ স্বাধীনতা ও অনুগ্রহ। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ বিন্দু পরিমাণেও আমাদের স্বাধীনতার বিরোধী নয়, যদি মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের দেওয়া সত্য ও কল্যাণবোধের সঙ্গে এই স্বাধীনতার মিল থাকে। পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ প্রার্থনায় প্রমাণ করে যে, অনুগ্রহের প্রতি আমরা যত বেশী বাধ্য হই, ততই আমরা আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাসে বেড়ে উঠি - সেই-সব কঠিন পরীক্ষার সময়, যখন আমরা বাহ্যিক জগতের অনেক চাপ ও বাধার সম্মুখীন হই। অনুগ্রহের কাজের দ্বারা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে আত্মিক স্বাধীনতায় শিক্ষা দেন, যেন আমরা মণ্ডলীতে ও জগতে তাঁর কাজের স্বাধীন সহযোগী হই :

হে সর্বশক্তিমান দয়াময় পরমেশ্বর,

যা কিছু আমাদের অনিষ্ট করে, যা কিছু বিঘ্ন আনে,

তা থেকে আমাদের রক্ষা কর; মুক্ত কর আমাদের দেহ-মন:

আমরা যেন তোমার ইচ্ছা, তোমার বিধি-নির্দেশ

সানন্দে পালন করতে পারি।

সারসংক্ষেপ

১৭৪৩ "ঈশ্বর নিজেই মানুষকে 'তার স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে' দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, (বেন-সিরার ১৫:১৪), যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় সৃষ্টিকর্তার অন্বেষণ করে এবং তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে জীবনের পূর্ণ ও সুখময় পরিণতি লাভ করতে পারে।" (২য় ভা. মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলা ১৭.১)।

১৭৪৪ স্বাধীনতা হল কোন কিছু করা বা না-করার ক্ষমতা এবং স্বেচ্ছায় নিজের ক্রিয়া নিজে সম্পন্ন করা। স্বাধীনতা তার ক্রিয়াসমূহে পূর্ণতা অর্জন করে, যখন তা সর্ব-মঙ্গলময় ঈশ্বরের দিকে চালিত হয়।

১৭৪৫ স্বাধীনতা প্রকৃত মানবীয় ক্রিয়াসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। স্বাধীনতা মানুষকে তার স্বেচ্ছাকৃত কাজের জন্য দায়বদ্ধ করে। স্বজ্ঞানে কৃত তার ক্রিয়াসমূহ তার নিজেরই।

১৭৪৬ অজ্ঞতা, চাপ, ভীতি ও অন্যান্য মানসিক বা সামাজিক কারণে, কারো নিকট কোন ক্রিয়ার আরোপণ বা দায়-দায়িত্ব অর্পণ হ্রাস পেতে পারে বা বাতিল হতে পারে।

১৭৪৭ স্বাধীনতা ভোগের অধিকার, বিশেষতঃ ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে, মানব মর্যাদার একটি অপরিহার্য দাবি কিন্তু স্বাধীনতা ভোগ করার অর্থ, যে-ন কোন কিছু করা বা বলার অধিকার নয়।

১৭৪৮ "স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন।"(গালাতীয় ৫:১)

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৫ জুন, খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা

সাধারণকালের একাদশ রবিবার

১ম পাঠ : ১৭: ২২-২৪
২য় পাঠ : ২ করিন্থীয় ৫: ৬-১০
মঙ্গলসমাচার : মার্ক: ৪: ২৬-৩৪

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়জনেরা, সবাইকে প্রার্থনাপূর্ণ আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই । চীন দেশের একটি প্রবাদ আছে: 'যদি আপনি অল্প সময়ের জন্য বা এক বছরের জন্য কোন কিছু বপন করতে চান তাহলে শস্য, সবজি বপন করুন। যদি আপনি কিছুটা দীর্ঘ সময়ের জন্য বা দশ বছরের জন্য কোন কিছু বপন করতে চান তাহলে গাছ (ফল, ঔষধি, কাঠ) বপন করুন। যদি আপনি অনেক দীর্ঘ সময় বা প্রায় ১০০ বছরের জন্য কিছু বপন করতে চান তাহলে মানব সন্তান বপন করুন।' এই প্রবাদের সাথে যুক্ত হয়ে আমরা বলতে পারি, 'আপনি যদি অনন্তকালীন কিছু বপন করতে চান তাহলে বাণী বপন করুন।' প্রিয়জনেরা, এই বাণী হল ঐশরাজ্যের বীজ, যা স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট আমাদের মাঝে বপন করে গেছেন। যিশু বলেন, **"ঐশরাজ্য তোমাদের মধ্যেই তো রয়েছে"** *(লুক ১৭:২১)*। এই ঐশরাজ্য হলো প্রেম, ন্যায়, শান্তি, বিশ্বাস, সহভাগিতা ও ভ্রাতৃত্বের রাজ্য-নতুন খ্রিস্টীয় সমাজ। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই সেই ঐশরাজ্যের বীজ ঈশ্বর বপন করে দিয়েছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই ঐশরাজ্যের অংশীদার হবার জন্য আহূত। স্বয়ং ঈশ্বরই ঐশরাজ্যের উদ্যোক্তা। ঐশরাজ্যকে তিনিই নিজ গুণে বাড়িয়ে তুলেন। আমাদের ভূমিকা হলো এই ঐশরাজ্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা ও সে অনুসারে জীবন যাপন করা। খ্রিস্টের ন্যায় সবাইকে আমরা যেন আপন করে ভালোবাসি, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে দেখি প্রভুর মনের মতো মানুষ হওয়াই অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করাই আমাদের একান্ত অভিলাষ। যেখানে ঈশ্বর সেখানেই ঐশরাজ্য। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ছাড়া ঐশরাজ্য বুঝা সম্ভব নয়। ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যবহার করতে চান, আমাদের সাথে তা সহভাগিতা করতে চান। ঈশ্বর নিজেই উদ্যোগ নিয়ে মানুষ হয়েছেন যেন মানুষ ঈশ্বরের ন্যায় হতে পারে। তাই আমাদেরকে ভাই মানুষের সেবার তরে আত্মত্যাগ করতে হবে। আমরা যেন ঈশ্বরের মঙ্গলকার্যে ভাই-বোনদের সেবার্থে বুদ্ধি, শক্তি, পরামর্শ, অর্থ ও দয়ার কাজের মধ্য দিয়ে সাহায্য করি।

পবিত্র মঙ্গলসমাচারে দেখি যে অতি গোপনে, রহস্যময় উপায়ে ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় ঈশ্বর ঐশরাজ্যের বৃদ্ধি ঘটান। ঐশরাজ্যের প্রসারতা ঈশ্বরের একটি আশ্চর্যময় কার্য যা মানব জীবনে ঐশদানস্বরূপ। বীজ হলো ঈশ্বরের বাণী, আর উর্বর ভূমি হলো মানুষের অন্তর। প্রত্যেকজন মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর রাজত্ব করেন যা একটি সম্ভাবনাময় বীজের ন্যায় আপনা থেকেই বিকশিত ও ফলশালী হয়ে উঠে। মানুষের সেবার তরে ঐশবাণী প্রচার ও শিক্ষা দান করে আমরা প্রত্যেকেই একেকজন বীজ বপক হয়ে উঠতে পারি। হয়তো অনেক সময় আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টা বিফলে যাবে, কিন্তু আমরা কোনমতেই ক্ষান্ত হবো না, কেননা আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলকর কার্য নিত্য সাধন করে থাকেন, যেমনটি আমরা আজকে **প্রবক্তা এজেকিয়েলের গ্রন্থে ১৭: ২৪ পদে পাই: "স্বয়ং ভগবান আমিই এই কথা বললাম, আর আমি তা করবই।"**

সর্ষে বীজের উপমা ঐশরাজ্যের প্রতি আমাদের কাঙ্ক্ষিত আশাই ব্যক্ত করে। সর্ষে বীজ আকারে খুবই ছোট, কিন্তু সর্ষে গাছ শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে থাকে। **ঈশ্বর ক্ষুদ্র প্রয়াসের মধ্য দিয়েই মহত্তর কার্য সম্পন্ন করে থাকেন।** সর্ষে গাছের শাখা-প্রশাখায় পাখীরা এসে বাসা বাঁধে-এর মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যকে একটি শান্তির আবাসস্বরূপ চিত্রিত করা যায় যা মূলত পরলৌকিক অবস্থার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই উপমা কহিনী আমাদের মনে অনুপ্রেরণা জাগায় ও আশা সঞ্চার করে যে আমরা অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনুতাপ ও ঐশকৃপায় আমরা সকলেই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবো। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই রাজত্ব করতে চান। তাই আমাদেরকে ঐশরাজ্যে যোগ্য হয়ে উঠতে হয়। কথায় ও কাজে নিজেকে ঐশরাজ্যে রূপান্তরিত করে নিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলা যেতে পারে- একজন লোক প্রতিদিন প্রার্থনা করে বলতো: 'হে প্রভু দয়া কর, আমি যেন সমস্ত জগতটাকে পরিবর্তন করতে পারি।' প্রায় বৃদ্ধ বয়সে এসে দেখে যে সে কিছুই করতে পারেনি। তারপর সে প্রার্থনা করে: 'প্রভু দয়া কর, আমি যেন আমার প্রতিবেশিদের পরিবর্তন করতে পারি।' যখন মৃত্যু শয্যায় উপনীত হয় তখন সে বুঝতে পারে কাউকে সে পরিবর্তন করতে পারেনি। তখন সে প্রার্থনা করে: **'প্রভু, আমি যেন অন্ততপক্ষে নিজেকেই পরিবর্তন করতে পারি।'** কিন্তু মৃত্যু তাকে সে সুযোগ আর দেয়নি।

প্রিয়জনেরা, অল্প সময় মাত্র বাকী। ঐশরাজ্য জগতকে নয়, বরং নিজের জীবনকেই, নিজের মনকেই পরিবর্তন করার আহ্বান জানায়, কেননা ঈশ্বর আমাদের অন্তরের রাজা হতে চান। ঐশরাজ্য দূরে কোথাও নয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে বিরাজ করছে। তাই সময় থাকতেই ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠায় নিজের জীবনটাকে সাজাতে হয়। যখন **আমরা আমিত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবো, তখনই আমরা নিজেকে পরিবর্তন করতে পারব,** পরস্পরের সাথে প্রেমের বন্ধনে যুক্ত হবো, আর সেখানেই ঐশরাজ্য বিকশিত হবে। আমাদের প্রতিদিনকার খ্রিস্টীয় জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মদান ও সেবা, তথা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য ও সৎ কাজের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের অন্তরে ঐশরাজ্যের বীজ প্রতিষ্ঠা করব এবং অন্যদের মাঝেও তা সহভাগিতা করব। পিতা পরমেশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। জুন মাস যিশু হৃদয়ের মাস। তাই যিশু হৃদয়ের বিষয়ে লেখা এবং একই সাথে বন্ধু দিবস, প্রবীণ দিবস, আদিবাসী দিবস এবং অন্যান্য বিশেষ দিবস উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

মহান সাধু আন্তনী:আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

১. সাধু-সাধ্বী প্রসঙ্গ কথা

কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ভিত্তি হলো 'পবিত্র বাইবেল, প্রেরিতদের ঐতিহ্য ও প্রথা এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষা'। খ্রিস্টমণ্ডলীতে শত শত সাধু সাধ্বী রয়েছে এবং প্রতিদিনের 'দিন পঞ্জিকায়' প্রায় প্রতিদিনই সাধু-সাধ্বীর স্মরণ বা পর্ব দিবস রয়েছে। সাধু-সাধ্বীগণ হলেন ঈশ্বরের প্রীতিভাজন ব্যক্তি যারা তাদের পুণ্য কর্মের গুণে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। যিশুর শিক্ষায় অষ্টকল্যাণ বাণীর *(দ্রষ্টব্য মথি ৫:৩-১২)* আলোকে যারা জীবন যাপন করে তারা ধন্য, অর্থাৎ ঐশ সান্নিধ্য লাভ করে এবং ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হয়ে উঠে। পার্থিব জীবনে যারা ন্যায়-পরায়ন, ধার্মিক, সৎ ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত এবং সেবা কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করে তারাই সাধু-সাধ্বী বলে পরিচিতি লাভ করে। ঈশ্বর ভক্ত মানুষের কাজের বিচার বিশ্লেষণ *(দ্রষ্টব্য মথি ২৫:৩১-৪৬)* করে স্বর্গে স্থান দেন। সাধু-সাধ্বীগণ হলেন পুণ্যাত্মা যাদের মধ্যস্থতায় ভক্ত বিশ্বাসী মানুষ কৃপা ও আত্মিক সহায়তা লাভ করে। খ্রিস্টমণ্ডলীতে দশম শতাব্দী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাধু-সাধ্বী ঘোষণা দেওয়ার প্রথা গড়ে ওঠে। আদিমণ্ডলী ও নির্যাতনের যুগে (৬৫-৩১২) ও পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টমণ্ডলীতে ধার্মিক ব্যক্তি, ধর্মশহীদ ও পোপসহ নানা ধরনের সম্মানীয় ব্যক্তিদের কবর চিহ্নিত ও রক্ষা করা হত এবং স্থানীয়ভাবে তাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হত। অনেকেই তাদের স্মরণে বা মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহান সাধু আন্তনী (১১৯৬-১২৩২) হলেন অন্যতম একজন সাধক যার জন্ম পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে। উত্তর ইতালীর পাদুয়া এলাকায় তাকে শুধু 'সাধু' নামেই সবাই চিনে। আন্তনী শব্দের অর্থ হলো 'ক্ষুদ্র বা ছোট্ট ফুল'। তিনি ছোট্ট ফুলের ন্যায় মণ্ডলীতে বিকশিত ও সুবাসিত হয়েছিলেন এবং মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর আশ্চর্য কাজ ও ধর্মশিক্ষার খ্যাতি গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ে।

১. সাধু আন্তনীর জীবন আলেখ্য

সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী পরিবারে ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগষ্ট পর্তুগালের লিসবন শহরে আন্তনী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা ছিলেন খুবই ধর্মভীরু এক দম্পতি। তাঁর পিতার নাম ভিসেন্তে মার্টিনস ও মায়ের নাম তেরেজা টাভেইরা। দীক্ষাস্নানের সময় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ফেরনান্দো মার্টিনস ডে বুলওয়েস'। পনের বছর বয়সে তিনি যাজক হবার জন্য সাধু আগষ্টিনের সন্ন্যাস সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং মাত্র উনিশ বছর বয়সে যাজক পদে অভিষিক্ত হন। অভিষেকের পর মঠের অতিথিদের সেবা ও তদারকির দায়িত্বে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘে যোগদান করেন এবং সংঘের প্রথা অনুযায়ী নতুন নাম 'আন্তনী' গ্রহণ করেন। তিনি বাণী প্রচারের জন্য মরক্কোতে যাওয়ার এবং ধর্মশহীদ হওয়ার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি মরক্কো থেকে ফিরে আসেন।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে একটি যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে একজন ডমিনিকান যাজকের উপদেশ দেবার কথা ছিল কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে কেউই উপদেশ দিতে রাজি বা প্রস্তুত ছিল

না। মঠাধ্যক্ষের নির্দেশে সাধু আন্তনী প্রথমবার বড় কোন অনুষ্ঠানে উপদেশ দেন। প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সবার বোধগম্য একটি ধর্মোপদেশ দেন যা শুনে সবাই তাঁর ভূয়সী প্রসংশা করেন। সাধু আন্তনী উত্তর ইতালির পাদুয়ার একটি মঠে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতার গুণে নানা ধরনের আশ্চর্য কাজ করেন। অসুস্থতার কারণে তিনি ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জুন পাদুয়া নগরের একটু বাইরে আছেল্লা গ্রামে সাধ্বী ক্লেয়ার মঠে ৩৬ বছর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর সাধারণ জীবন যাপন ও অসাধারণ ধার্মিকতা, বাণী প্রচার, ধর্মশিক্ষা, ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস, অলৌকিক কাজ সাধন, বহুবিধ মানবীয় গুণাবলী ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মাঝে মিলন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কারণে পোপ নবম গ্রেগরী (১২২৭-১২৪১) ইতালির স্পোলেতো শহরে ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে ১৩ মে তাঁর পিতামাতার উপস্থিতিতে আন্তনীকে 'সাধু' হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৬ জানুয়ারি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ ১২শ পিউস (১২৩৯-১২৫৮) সাধু আন্তনীকে মণ্ডলীর 'সার্বজনীন আচার্য' হিসেবে ঘোষণা দেন।

২. বাংলাদেশে বাণী প্রচারে সাধু আন্তনী

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর বয়স ৫০০ বছর অতিক্রম করেছে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের দিয়াং এ পাঁচশত বছরের পূর্তি উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের সংখ্যা ৬ লক্ষের মতো।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টের বাণী প্রচারিত হয়েছিল নাগরী এলাকায়। ভাওয়াল অঞ্চলে পরিস্থিতি হল: "এক সময় বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীর থেকে সুসং পাহাড় (নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও ভারতের মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী) পর্যন্ত জয়নশাহী নামে বিস্তৃর্ণ জনপদ ছিল। গহিন অরণ্যের এ অঞ্চলের উত্তর দিককে মধুপুর, আর দক্ষিণ দিককে বলা হত ভাওয়াল অঞ্চল। বিশাল এ অঞ্চলের একাংশে গড়ে ওঠা প্রশাসনিক এলাকার নাম দেওয়া হয় ভাওয়াল পরগণা। বর্তমান সময়কার গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ঢাকার কিছু অংশ ভাওয়াল পরগণার আওতায় ছিল" *(তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট)*। কথিত আছে যে ভূষণার রাজপুত্র মগ জলদস্যুদের দ্বারা অপহরিত হন এবং তাকে পর্তুগীজ আগষ্টিনিয়ান পাদ্রী মানুয়েল দ্য রোজারিও'র কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। রাজপুত্র পাদ্রী মানুয়েলের সান্নিধ্যে থেকে পড়ালেখা ও ধর্মশিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষ। ২৩ বছর বয়সে তাঁকে ফাদার মানুয়েল দীক্ষা দিতে মনস্থ করেন কিন্তু রাজপুত্র দীক্ষা গ্রহণে রাজি হননি। পরবর্তীতে সাধু আন্তনী স্বপ্নে তাকে দেখা দেন এবং দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। সাধু আন্তনীর স্বপ্নের নির্দেশন চিহ্ন হিসেবে রাজ পুত্রের কপালে একটি ক্ষত চিহ্ন দেন। পরের দিন তিনি পাদ্রী মানুয়েল কর্তৃক দীক্ষাস্নাত হন এবং 'দোম আন্তনীয়/ দোম আন্তনী' নাম গ্রহণ করেন। 'দোম' শব্দটির অর্থ হলো 'রাজপুত্র'। তিনি নাগরী এলাকার দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির নিকট বাণী প্রচার করেন এবং দীক্ষা দেন। ভাওয়াল এলাকায় তাঁর দেওয়া

দীক্ষিত খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা বিশ হাজারের মতো। ভাওয়াল অধ্যুষিত খ্রিস্টানদের মধ্যে আজও সাধু আন্তনীর প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখা যায় এবং অনেকের পরিবারেই তাঁরই চিহ্ন বা প্রতীক হিসেবে সাধু আন্তনীর ছবি বা মূর্তি গৃহে দেখা যায়।

৩. আশ্চর্য কাজের প্রতিচ্ছবি সাধু আন্তনী

সাধু সাধ্বীদের নিকট প্রার্থনা ও অনুগ্রহ যাচনার মধ্য দিয়ে ভক্ত বিশ্বাসীগণ বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ করেন। সাধু আন্তনী হলেন অনন্য এক সাধু যার নিকট প্রার্থনা ও মানত দিয়ে কেউ বিফলে যায়নি। খুব সম্ভবত তিনি সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে বেশি আশ্চর্য কাজ করেন। তাঁর কতকগুলো আশ্চর্য কাজ হলো: হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া, পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা, যুবকদের অসৎ পথ থেকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনা, প্রার্থনার মাধ্যমে মৃত শিশুকে বাঁচিয়ে তোলা, মাছের সাথে কথা বলে, একই সময়ে দুই জায়গায় তাঁর উপস্থিতি দ্বারা ধর্ম ভাষণ দেয়া, মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা, মাছদের উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর জীবনদশায় অসংখ্য আশ্চর্য কাজ করেন এবং যুগের পর যুগ মানুষের নিকট নানা অনুগ্রহ কৃপা আশির্বাদে পূর্ণ করেন। সমধিক আশ্চর্জ কাজের কারণেই তিনি গোটা বিশ্বে ভক্তবিশ্বাসীদের নিকট অতি জনপ্রিয় এক সাধু। আধুনিক এই যান্ত্রিক যুগেও সাধু আন্তনীর প্রতি বিশ্বাসী ভক্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং তাঁর নামে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. সাধু আন্তনীর পালাগান

ভাওয়াল অঞ্চল ও ভাওয়াল অধ্যুষিত খ্রিস্টানদের লোক বিশ্বাসের অন্যতম একটি প্রকাশ হলো, 'সাধু আন্তনীর পালা গান'। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়াখোলা গ্রামের ডমিঙ্গু পণ্ডিত বা ডুঙ্গা পন্ডিত ছিলেন এক শিল্পমনা মানুষ যিনি সাধু সাধ্বীদের জীবনী ও তাদের মাহাত্ম নিয়ে পালা গান রচনা করেন। সাধু-সাধ্বীদের জীবন ভিত্তিক পালা গান খ্রিস্টভক্তদের নিকট ছিল ধর্মীয় শিক্ষা তথা আধ্যাত্মিক জীবনের খোরাক। ডমিঙ্গ পণ্ডিতের পুরো নাম পিটার ডমিনিক রোজারিও (১৮৮০-১৯৬৭) যিনি 'দুঙ্গু পন্ডিত' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিষয়ে প্রতিবেশীর সাবেক উপসম্পাদক দীপক এফ পালমা বলেন, "তিনি একাধারে ছিলেন কাটেখিষ্ট, পণ্ডিত, বিভিন্ন পালাগানের রচয়িতা ও সফল অনুবাদক"। তার শৈল্পিক গুণ ও মেধার মধ্যে খ্রিস্ট বিশ্বাসের সংমিশ্রন ঘটেছে যা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ভাওয়ালবাসীদের নিকট আদর্শ এবং অন্যতম আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনা। তাঁর রচনা সামগ্রীগুলো হলো সাধু সাধ্বীদের জীবন ভিত্তিক বিভিন্ন পালা গান। উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি পালাগান হল: সাধ্বী আগ্নেশের পালাগান, সাধ্বী ফিলোমিনার গান, ঠাকুরের গান, পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পালাগান, দাউদের পালাগান ইত্যাদি। তাঁর রচিত ধর্মীয় নাটকগুলো হলো: জোয়ান অব আর্ক, গোলাপ ফুল, আত্ম দর্পণ, রঙ্গস্বামী, প্রাণকুমারী। এছাড়া তার অনুবাদিত নাটক হলো: হ্যামলেট, রোমিও জুলিয়েট এবং রবিন হুড।

সাধু আন্তনীর পালাগান রচিত হয় সাধু আন্তনীর জীবনাদর্শ, বিভিন্ন আশ্চর্য ও ঘটনার বিবরণ দিয়ে। এ পালাগানের ১২টি অধ্যায় রয়েছে। শুরুতে বন্দনা গান গাওয়া হয়। সাধু আন্তনীর পালাগানকে 'ঠাকুরের গান' বা 'ঠাকুরের গীত'/ঠাহুরের গানও বলা হয়। 'ঠাকুর' বলতে গুরু যিশুকেই বোঝানো হয়। খোল, হারমোনিয়াম ও জুরি বাজিয়ে ৬-৭ সদস্য নিয়ে ঠাকুর গানের দল তৈরি হয়। ঠাকুর সাধু আন্তনীর জীবনী ও আশ্চর্য কাজ গান ও কথার মাধ্যমে বর্ণনা করা ও দলের সদস্যরা দোহারী কণ্ঠ দেয়। সাধু আন্তনীর পালাগান খ্রিস্টীয় লোক বিশ্বাসের এক অন্যতম প্রকাশ ও আধ্যাত্মিক সম্পদ। আন্তনী ভক্ত বিশ্বাসীগণ বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ সময় গানের মানত করে থাকেন। এই পালাগানের মধ্য দিয়ে ভক্ত বিশ্বাসীর হৃদয়ের আকুতি মিনতি, মানত ও প্রার্থনা পূরণ করেন সাধু আন্তনী। ঢাকাসহ বনপাড়া ধর্মপল্লীতে বেশ কয়েকটি 'সাধু আন্তনীর পালা' গানের দল রয়েছে যারা এই খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য ও লোকবিশ্বাসের ধারক ও বাহক হিসাবে সাক্ষ্য বহন করছে। তবে পালাগান তথা লোক ভক্তি, নাটক কীর্তনে আরো যত্নশীল ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এ সমস্ত খ্রিস্টীয় লোক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য। মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন সংগঠন, ক্রেডিট, কালব, হাউজিং সোসাইটি, এনজিও এই খ্রিস্টীয় লোক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারেন।

৫. সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান ও লোকভক্তি

প্রায় প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই লোক ভক্তি ও তীর্থস্থান রয়েছে। কাথলিক মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও ইতিহাসে অনেকগুলো তীর্থস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। মহান সম্রাট কন্সান্টটাইনের (২৭২-৩৩৭) মা সাধ্বী হেলেনা (২৪৮-৩৩০) প্রথম তীর্থযাত্রা শুরু করেন যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থান ও মৃত্যুর স্থান, মা-মারীয়ার জন্মস্থানসহ স্মরণীয় জায়গাগুলো তার সঙ্গীদের নিয়ে ভক্তিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে পরিদর্শন করেন বেশ কয়েকবার। পরবর্তীকালে যিশু খ্রিস্ট ও মা-মারীয়ার স্মারণিক স্থানগুলো তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। সাধু-সাধ্বীদের স্মরণীয় স্থানগুলো তীর্থস্থান হিসেবে সবার কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। আদি মণ্ডলী থেকেই ধর্মশহীদ, পোপসহ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্ম ও মৃত্যু স্থানগুলো চিহ্নিত করে রাখার প্রচলন ছিল। কাটাকুম্ভে বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীদের প্রতিকৃতি, মূর্তি, বিভিন্ন লেখা, আল্পনা, প্রতীক, চিহ্ন পাওয়া যায় যা ছিল সাধু সাধ্বী তুল্য ব্যক্তিদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন।

লিসবনে জন্মগ্রহণকারী সাধু আন্তনী পাদুয়াতে শেষ জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যুবরণ করেন পাদুয়ার একটি ছোট্ট মঠে। সেই কারণে তিনি 'পাদুয়ার সাধু আন্তনী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং পাদুয়া হয়ে ওঠে সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান। ভক্তবিশ্বাসীগণ তীর্থে যায় পুণ্য অর্জনের জন্য ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি উপলব্ধির লক্ষ্যে। তীর্থস্থানগুলো সাধু-সাধ্বীদের স্মরণে হয়ে থাকে এবং পবিত্র স্থান বলে গৃহীত হয়। তীর্থস্থানে ভক্তবিশ্বাসীগণ ব্যক্তিগত প্রার্থনা নিবেদন করেন, ব্যক্তিগতভাবে পাপস্বীকার, নভেনা ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে এবং বিশ্বাসের পূর্ণতা, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার নৈবেদ্য মানত হিসাবে দান করেন। সারা বিশ্বে সাধু আন্তনীর নামে, অনেকগুলো তীর্থস্থান রয়েছে। বাংলাদেশের সবচাইতে বড় তীর্থোৎসব অনুষ্ঠিত হয় নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোরাতে। এছাড়া বক্সগর উপ-ধর্মপল্লী, ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর কমলাপুর গ্রাম, মহিপাড়া, কাথুলী, বনপাড়াসহ অনেক স্থানে সাধু আন্তনীর পর্ব ঘটা করে উদযাপন করা হয়। দিন দিন সাধু আন্তনীর ভক্তবিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নানাভাবে কৃপা অনুগ্রহ লাভ করছে। উল্লেখ্য যে নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোরার সাধু আন্তনীর চ্যাপেল নির্মিত হয়েছিল আশ্চর্য কাজের ফলে। নাগরী ধর্মপল্লীবাসী খ্রিস্টানদের অন্যতম ভক্তির প্রকাশ হল সাধু আন্তনী। ভাওয়াল এলাকার অসংখ্য খ্রিস্টভক্ত বাৎসরিক তীর্থোৎসব সাধু আন্তনীর পর্বে যোগদান করেন। নাগরী ধর্মপল্লীর অধিকাংশ নব দম্পতি সাধু আন্তনীর আশীর্বাদ নিয়ে তাদের পারিবারিক জীবনের যাত্রা শুরু করেন। সাধু আন্তনীর পর্বের আশীর্বাদিত বিস্কুট সকলেই অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে।

৬. ভাওয়াল খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনে সাধু আন্তনী

ভাওয়াল খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের লক্ষনীয় বিষয় হলো: রবিবারসরীয় খ্রিস্টযাগ ও আদিষ্ট পর্বে অংশগ্রহণ করা। সন্ধ্যাকালীন সময়ে পরিবারের সকলে মিলে রোজারী প্রার্থনা করা। মা-মারীয়া ও সাধু আন্তনী সহ বিভিন্ন পালাগান ও ধর্মীয় নাটকের মাধ্যমে লোক বিশ্বাস প্রকাশের ঐতিহ্য হয়ে রয়েছে ভাওয়াল খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক জীবনে। সেই কারণেই মা-মারীয়া, সাধু আন্তনীসহ অন্যান্য সাধু-সাধ্বীদের ছবি ও মূর্তি গৃহে রাখার প্রচলন রয়েছে। অনেক পরিবারে মা-মারীয়া ও সাধু-সাধ্বীদের নামে পরিবারে

থাকার ঘরে বেদিতে মূর্তি স্থাপন করা হয়। বিপদ আপদ ও আধ্যাত্মিক নিরাময় হওয়া ও অনুগ্রহ লাভের জন্য সাধু আন্তনীর পালাগান, মানত করা প্রচলন এখনো বিদ্যমান রয়েছে। সকল প্রকার মন্দতা, পাপ-প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেকেই সাধু আন্তনীর নিকট নভেনা, উপবাস, প্রার্থনা ও সাধু আন্তনীর পালাগান মানত করে থাকে। সাধু আন্তনী বিশ্ব প্রকৃতির বিষয়েও শিক্ষা দেন যা পরিবেশ বান্ধব নির্দেশনাস্বরূপ "বিশ্ব প্রকৃতি কতোই সুন্দর, তবে তিনি না কতো সুন্দর যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কর্মীর জ্ঞান প্রকাশিত হয় তার তৈরি শিল্পের মধ্য দিয়ে"।

৭. সাধু আন্তনী: আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর

সাধু আন্তনীকে 'পবিত্রতার গন্ধরাজ' হিসেবে সম্বোধন করা হয়। তিনি গভীর আধ্যাত্মিক, অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধু আন্তনীর নিকট প্রার্থনা ও মানত পূরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব কীর্তন করে। সাধু আন্তনীর ধর্মশিক্ষায় আলোকিত হয়ে তার নিকট বার বার ফিরে আসে ভক্ত জনসাধারণ। তাঁর শিক্ষার অন্যতম প্রকাশ হলো: "তোমরা বিনীতভাবে ভালোবাসতে শেখ যা তোমার পাপ নির্মূল করবে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সব পাপই ঘৃণার যোগ্য। তবে সবচেয়ে ঘৃণাযোগ্য পাপ হলো হৃদয়ের গর্ব। তুমি নিজেকে জ্ঞানী এবং শিক্ষিত মনে কর না, তাহলে সব কর্মই ধ্বংস হয়ে হবে এবং তোমার তরী বন্দরে ভিড়বে শূণ্য হয়ে। তুমি যদি অধিক ক্ষমতাশালী হও তবে মানুষকে মৃত্যুর হুমকি দিবে না। মনে রেখ প্রকৃতির নির্মম নিয়মে তুমিও মৃত্যুর অধীনে এবং প্রতিটি দেহের সর্বশেষ আবরণ হল তার আত্মা।" সুতরাং ভক্ত বিশ্বাসীগণ যারা তার শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রার্থনা করে তারা অবশ্যই যথাযথ ফল লাভ করে। তাই দেখা যায় দেশে বিদেশে যেখানে বাঙালি সমাজ রয়েছে সেখানেই সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব রয়েছে। সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে ঐশ অনুগ্রহ, কৃপা আশীর্বাদ আমাদের সবার জীবনে বর্ষিত হোক। সাধু আন্তনী ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে তাঁর শিক্ষায় বলেন, "দেহের প্রাণ হল আত্মা আর আত্মার প্রাণ হলেন ঈশ্বর"। ঈশ্বর অভিমুখে ভক্তের যাত্রা শুভ হোক।

৮. ধার্মিক হওয়ার আহ্বান হলো সাধু হওয়া

লাতিন শব্দ Sanctus থেকে Saint শব্দটির উদ্ভব, যার আভিধানিক অর্থ হল পবিত্র। পুরাতন নিয়ম এবং ইহুদি প্রথায় পবিত্রতার পূর্ণ রূপ বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হত *(দ্রষ্টব্য ইসাইয়া ৫:১৯, ৬:৩, ৪১:১৪, লেবীয় ২১:১৮-২১ এবং ৩৩:২০)*। নতুন নিয়মে খ্রিস্টকে পবিত্র বলা হয়েছে *(দ্রষ্টব্য মার্কি ১:১৪, লুক ৪:৩, যোহন ৬:৬৯, প্রেরিত ৩:১৪, ৪:২৭, ৩০)*। খ্রিস্টমণ্ডলীতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সাধু সন্তদের নির্দিষ্ট কোন পর্ব ছিল না। ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ পঞ্চদশ জন (৯৮৫-৯৯৬) প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে উলরিককে (৮৯০-৯৭৩) সাধু হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি Ulrich of Augsburg ev Uodalric or Odalrici পরিচিত ছিলেন। লিসিয়ার সাধ্বী তেরেজা (১৮৭৩-১৮৯৭) বলেন, "আমি পৃথিবীতে ভাল কাজ করে স্বর্গে সময় কাটাতে চাই"। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার (১৯৬২-১৯৬৫) দলিলে বলা হয়েছে " খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বদা বিশ্বাস করে এসেছে যে, প্রেরিত শিষ্যগণ এবং সাক্ষ্যমর সাধু-সাধ্বীগণ যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও ভালোবাসার চরম সাক্ষ্য দিয়েছেন তারা আমাদের সঙ্গে খ্রিস্টীয় ভালোবাসায় যুক্ত। ধন্যা কুমারী মারীয়া এবং দূতবৃন্দের সাথে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি মণ্ডলী বিশেষ ভক্তি প্রকাশ করে এসেছে। মণ্ডলী তাদরে মধ্যস্থতাও কামনা করে থাকে" (খ্রিস্টমণ্ডলী ৫০)। উল্লেখ্য যে খ্রিস্টমণ্ডলীতে ঘোষিত ও অঘোষিত সকল সাধু-সাধ্বীদের স্মরণে পর্ব পালন করা হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনকারী সকল ধার্মিক মানুষই সাধু বা সাধ্বী হিসেবে পরিগণিত।

উত্তর ইতালির লোভেরে শহরের সাধ্বী বার্থলোমেয় (১৮০৭-১৮৩৩), যিনি সিস্টারস্ অফ চ্যারিটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি বলেন, "saint, a great saint, a saint soon". "আমি খুব শীঘ্রই এককজন মহৎ সাধ্বী হতে চাই"। সাধু ও সাধ্বী হবার প্রচেষ্টা হল পিতার মত পবিত্র হওয়া *(মথি ৫:৪৮)* এবং পিতার মত দয়ালু হওয়া *(লূক ৬:৩৬)* এবং ন্যায়বান মানুষ হয়ে ওঠা। ন্যায়বান মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে। বাইবেলে পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে, "ধার্মিকদের আত্মা কিন্তু ভগবানের হাতে; কোন যন্ত্রণাই তাদের স্পর্শ করবে না কখনো" *(প্রজ্ঞা পুস্তক ৩:১)*। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষ মাত্রই সৎ, পবিত্র, দয়ালু ও ন্যায়বান হতে আহূত। মানুষ তার সৎকর্ম ও বিশ্বাসের *(দ্রষ্টব্য: যাকোব ২:১৪-২৬)* গুণে ঐশ অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ করে। সৎ ও বিশ্বাসী হওয়ার শিক্ষায় বলা হয় 'Honesty is the Best Policy' অর্থাৎ মানবীয় গুনাবলী অর্জনের উৎকৃষ্ট পন্থা হল সততার অনুশীলন। লালন ফকিরের (১৭৭৪-১৮৯০) জীবন সাধনার অন্যতম কণ্ঠধ্বনি, "সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন"। তাই স্রষ্টায় বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে প্রত্যেকে সৎ ও বিশ্বস্ত হতে আহূত এবং এটি হল ধার্মিক হওয়ার একমাত্র পথ ও পাথেয়। যিশু নিজেই বলেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন" *(যোহন ১৪:৬)*। পাদুয়ার সাধু আন্তনী ধার্মিক হয়ে ওঠেছিলেন খ্রিস্টের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও তাঁর সৎ কর্মের গুণে। দীক্ষার গুণে আমরা প্রত্যেকেই ধার্মিক মানুষ হতে আহূত এবং আজীবন সত্যের সাধনা ও সৎকর্মের মধ্য দিয়ে পিতার মতো পবিত্র হতে নিমন্ত্রিত।

৯. ব্যক্তি জীবনে প্রতিপালক সাধু-সাধ্বী

আমাদের পার্থিব জীবনের যাত্রা হল স্বর্গের দিকে। আর ঐশ অনুগ্রহ ও কৃপা আশিষ লাভ করি আমাদের কর্ম প্রচেষ্টা ও বিশ্বাসের গুণে। সাধু সন্তগণ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমাদের সহায়তা দেন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা হল, "যারা স্বর্গে আছেন, তাঁদের স্মৃতি স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই শুধু তাদরেকে সম্মান দেখানো নয়, বরং ভ্রাতৃপ্রেম অনুশীলনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার সমগ্র মণ্ডলীর ঐক্য শক্তিশালী করে তোলাই এর প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যে। এই পৃথিবীতে যাত্রাকালে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একাত্মতা যেমন আমাদেরকে খ্রিস্টের নিকট যেতে সাহায্য করে তেমনি সাধু সাধ্বীদের সাথে আমাদের মিলন সংযোগ খ্রিস্টের সাথে আমাদেরকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে কারণ উৎস ও মস্তকস্বরূপ খ্রিস্ট থেকেই প্রবাহিত হয় জীবন ও অনুগ্রহ ধারা" *(খ্রীষ্টমণ্ডলী ৫০)*। খ্রিস্টমণ্ডলীতে চতুর্থ শতাব্দী থেকে ধর্মশহীদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করা হত এবং ভক্তি প্রদর্শন করা হত। মিলানের সাধু আম্ব্রোজ (৩৩৯-৩৯৭) বলেন, "তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন যখন বেদীর নিচে খ্রিস্টের মৃত্যুর অংশীদারী ধর্মশহীদদের স্মৃতি চিহ্নসমূহ রাখতে পেরেছিলেন"। সাধু-সাধ্বীগণ হলেন, আমাদের জীবনের রক্ষাকারী, প্রতিপালক, প্রতিপালিকা। খ্রিস্টমণ্ডলীতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে প্রতিপালক প্রতিপালিকা বিষয়টি প্রাধান্য পেতে শুরু করে এবং শহর-নগরের প্রতিপালক ও প্রতিপালিকা হিসেবে সাধু-সাধ্বীদের নাম ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তি জীবনেও দীক্ষার সময় সাধু-সাধ্বীদের নাম রাখা হয় যেন ব্যক্তি মানুষ প্রতিপালক প্রতিপালিকার জীবনাদর্শ অনুকরণ ও বেড়ে ওঠে। এছাড়া কাথলিক মণ্ডলীর সকল প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন, সভা-সমিতির নাম সাধু-সাধ্বীদের অনুকরণে রাখা হয়। সাধু আন্তনী বিশ্বাসী ভক্তের নিকট অতি প্রিয় কেননা তাঁর মধ্য থেকে অনুগ্রহ কৃপা আর্শীবাদ লাভ করা যায়। সাধু আন্তনীর নিকট নভেনা, খ্রিস্টযাগ, মানত ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক। হে মহান সাধু আন্তনী: আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. রেভারেন্ড ফাদার স্ট্যানলী গমেজ, মহান সাধু আন্তনী (ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহকৃত প্রবন্ধ)

২. ফাদার দিলীপ এস. কস্তা বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচিতি, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০।

৩. ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহকৃত প্রবন্ধ

পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনী ও বকস্‌নগর পর্বোৎসব

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনী নিত্য স্মরণীয়, পূজনীয় ও বরণীয় এক সাধু। 'আন্তনী' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'ক্ষুদ্র ফুল'। তিনি মণ্ডলীতে অল্প সময়ের জন্য ফুটন্ত এক ফুল যার সৌরভে সবাই আকৃষ্ট। আন্তনী পর্তুগালের লিসবন শহরে ১৫ আগস্ট ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দীক্ষাস্নানের নাম ছিল ফার্দিনান্দ। ১২১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আগষ্টিনিয়ান ধর্মসংঘে যোগ দেন এবং দশ বছর ঐশতত্ত্ব ও মণ্ডলীর আইনকানুন অধ্যায়ন করেন। যাজক পদে অভিষিক্ত হওয়ার পরে তাঁকে মঠের অতিথিদের সেবাযত্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দায়িত্ব পালনকালেই তিনি ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তাদের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা ছিল মিশনারী হয়ে বাণী প্রচার করা। আগষ্টিনিয়ান ধর্মসংঘে অনুমতিক্রমে ১২২০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘের খয়েরি রঙের পোষাক পরিধান করেন। তখনই তাঁর নাম দেওয়া হয় আন্তনী। ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘে যোগদানের পরে তাঁকে মরক্কোতে পাঠানো হয়েছিল। শারীরিক অসুবিধার কারণে তিনি দক্ষিণ ইতালি হয়ে উত্তর ইতালির পাদুয়ার আশ্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। তিনি মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ১৩ জুন ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে পাদুয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। ঈশ্বর তাঁর ধার্মিকতা ও নম্রতার গুণে অসংখ্য আশ্চর্য ও অলৌকিক কাজ করেছেন। তিনি মৃত্যুর এক বছর পর সাধু শ্রেণিতে মর্যাদা লাভ করেন। সাধু শ্রেণিতে ঘোষণা দেওয়ার এই মহতী উৎসবে তাঁর মা তেরেজা পাইস তাভেইরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মা শিশু বয়সে তাঁর অন্তরে মা-মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও ভালোবাসা জাগিয়ে তুলেছিলেন।

সাধু আন্তনীর ছিল শিশু যিশুর প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। ধ্যানলব্ধ অবস্থায় শিশু যিশু আন্তনীর কোলে এসে তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। সাধু আন্তনীর কোলে বাইবেলের উপর বসা শিশু যিশুর দৃশ্যটি আজও বিদ্যমান এবং আন্তনীর মূর্তিতে তা শোভা পায়। সাধু আন্তনী 'সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক' হিসাবে আখ্যায়িত। ইতালির পাদুয়া অঞ্চলে তাকে 'সাধু' নামে ডাকা হতো। তাঁর মৃত্যুর পর শিশুরা দৌড়াতে দৌড়াতে সবাইকে সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন "সাধুটি মারা গেছেন, সন্ন্যাসী আন্তনী মারা গেছেন"। সাধু আন্তনী আশ্চর্য কাজের সাধু হিসেবে পরিগণিত, তিনি মৃতকে জীবন দান, হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া, মাছের সাথে কথা বলা, অসুস্থকে সুস্থ করে তোলা, রোগ থেকে নিরাময় করে তোলাসহ অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে দান-দক্ষিণা, প্রার্থনা-মানত করার মাধ্যমে অনেক অনেক আশ্চর্য কাজ হচ্ছে। সাধু আন্তনীর নামে অসংখ্য

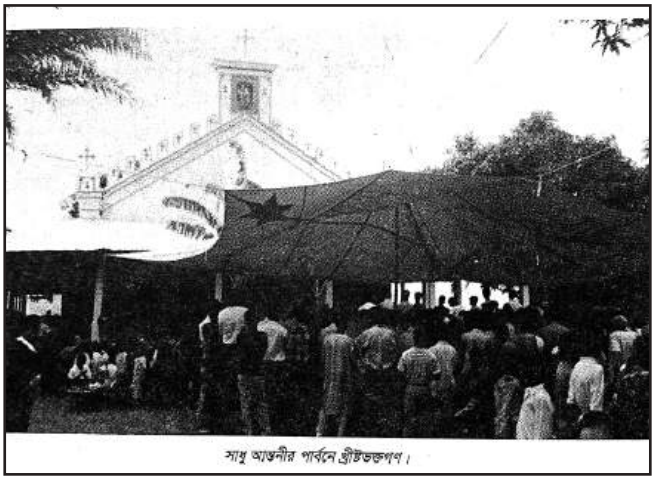

সাধু আন্তনীর পার্বনে খ্রীষ্টভক্তগণ।

ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আশ্রম কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ১৩ জুন সাধু আন্তনীর মৃত্যু দিবসে তাঁর পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। সাধু আন্তনী তাঁর জীবনকালে এবং মৃত্যুর পরে বিভিন্ন অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেছেন।

নিঃসন্তান জননীর সন্তান লাভ ও সেই সন্তানের শহীদ মৃত্যু: এক ভদ্র মহিলা পুত্র সন্তান লাভের আশায় সাধু আন্তনীর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। সাধু আন্তনী ভদ্র মহিলাকে বলেছিলেন, "ভদ্রে, আনন্দ কর। তোমার পুত্র আমার মত ফ্রান্সিসকান পোষাক পরিধান করবে। সে খ্রিস্টকে স্বীকার করে শহীদ হবে।" তাঁর এই ভবিষ্যত বাণী সত্যে পরিণত হয়। সেই ভদ্র মহিলা একটি পুত্র সন্তান লাভ করে। ছেলেটি বড় হয়ে ফ্রান্সিসকান সমাজে যোগদান করে। তাকে ধর্মপ্রচারের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরণ করা হয়। সেখানে অনেকের সঙ্গে তিনি বন্দী হন। তিনি অন্যদের উৎসাহিত করতে থাকেন যেন কেউ মৃত্যু ভয়ে খ্রিস্টকে অস্বীকার না করে। সেখানে তাকে হত্যা করা হয়। তার নাম ব্রাদার ফিলিপ। খ্রিস্টভক্তদের জায়গা দখলকারীরা সেখানে প্রায় দুই হাজার খ্রিস্টভক্তদের হত্যা করেছিল। ব্রাদার ফিলিপ ছিলেন শেষ ব্যক্তি যিনি খড়্গের সামনে মস্তক পেতেছিলেন।

মৃত শিশুকে জীবনদান: এক ভদ্র মহিলা সাধু আন্তনীর উপদেশ শোনা থেকে বঞ্চিত হতে চাইতেন না। তার একটি শিশু সন্তান ছিল। একদিন তিনি সাধু আন্তনীর উপদেশ শুনতে গির্জায় যাওয়া থেকে নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। উপাসনার শেষে বাড়ি ফিরে তিনি দেখলেন, যে কাপড়ে শিশুটিকে জড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন, তাতে ফাঁস লেগে শিশুটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে পড়ে আছে। ভদ্র মহিলা ভীষণ ভয় পেয়ে সাধু আন্তনীর কাছে তীর বেগে ছুটে গেলেন। সাধু আন্তনী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্তিতে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। সাধু আন্তনীর কথায় বাড়ি ফিরে ভদ্র মহিলা দেখলেন যে সত্যি তার শিশুটি সুস্থ ও জীবিত রয়েছে।

ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী বিশপ আগষ্টিন যোসেফ লুয়াজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বকস্‌নগর গ্রামে কবরস্থান সংলগ্ন পুরাতন গীর্জাটি স্থাপিত হয়েছিল। যার নামকরণ করা হয়েছিল সাধু আন্তনীর গীর্জা। সেই গীর্জাটি একশত ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত করে এখনো সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে। বকস্‌নগর সাধু আন্তনীর নতুন গীর্জা ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করা হয়। প্রতিবছর নয় দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে ১৩ জুন অসংখ্য খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আগমনে আনন্দ মুখর পরিবেশে বকস্‌নগর গীর্জার প্রতিপালিকা সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব পালন করা হয়।

সাধু আন্তনীর নভেনা: পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনী আমাদের প্রতিপালক। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে সাধু আন্তনীর পর্বোপলক্ষ্যে নয় দিনের নভেনা করা হয়। বিভিন্ন সংঘ-সমিতি

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি:অন্যদের প্রশ্ন ও কাথলিকদের উত্তর

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

৭। প্রশ্ন: কাথলিকরা ঘরে ঘরে যিশু ও ধন্যা মারীয়ার ছবি রাখে কেন? তাদের সময় তো কোন ক্যামেরা ছিল না। তাহলে কীভাবে যিশুর ছবি বা মারীয়ার ছবি আঁকা হয়?

উত্তর: এটি ঠিক যে, যিশুর যুগে বর্তমানের মত কোন ক্যামেরা ছিল না। কিন্তু এটিও ঠিক যে, ঐ যুগে এবং এখনও ঈশ্বর এমন কিছু প্রতিভাবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যারা মানুষের দেহ-আকৃতি অবিকল করে অংকন করতে পারেন। অনেক শিল্পীর আঁকা অনেক মানুষের অমর স্মৃতি রয়েছে তাদের আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে। তার মধ্যে অন্যতম যিশুর শেষভোজ বা 'লাস্ট সাপার'। যারা যিশু ও মারীয়ার, এমন কি, সাধু-সাধ্বীদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন, তারা অনেক দিন ধরে সেই ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে ধ্যান করেছেন এটা জানতে যে, কেমন হতে পারে সেই ব্যক্তিটি। তাই একটা অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে, শত শত শিল্পী যিশু ও মারীয়ার ছবি অংকন করলেও তাদের সকলের অঙ্কিত ছবিগুলোর মধ্যে যিশু ও মারীয়ার প্রায় একই রূপ ফুটে উঠেছে। তাই খ্রিস্টানগণ এই সমস্ত ছবি দেখে সেসব পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদের স্মরণ করেন, শ্রদ্ধা করেন ও ভক্তি করেন।

৮। প্রশ্ন: যিশু তাঁর মাকে 'মা' বলে ডাকেন নাই। বা যিশু কি তার মাকে 'মা' ডেকেছিলেন? আমরা ধন্যা মারীয়াকে 'মা' ডাকব কেন?

উত্তর: এটি কি কখনো সম্ভব হতে পারে যে, একটি শিশু, যে জন্মলগ্ন থেকেই তার মায়ের সাথে বেড়ে উঠেছে, সেই শিশু কোন দিন তার মাকে 'মা' ডাকে নাই? তা কখনোই হতে পারে না। কেউ কেউ বলতে পারেন, পবিত্র বাইবেলে তো কোথাও উল্লেখ নেই যে, যিশু তাঁর মাকে 'মা' বলে রেখেছেন।

পবিত্র বাইবেলে যিশুর জীবনের অনেক কিছুই লেখা নেই। তাই মঙ্গলসমাচার লেখক প্রেরিত শিষ্য যোহন লিখেছেন: "আরো অনেক কিছু আছে, যা যিশু করে গেছেন। পর পর যদি প্রতিটি ঘটনার কথা লিখে রাখা হতো, তাহলে তা নিয়ে লেখা বইগুলো বোধ হয় সারা জগতেও ধরতো না।"[১৬]

সবচেয়ে বড় কথা, 'ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা' পালনের ক্ষেত্রে যিশু সবচেয়ে বড় আদর্শ। সেখানে পঞ্চম আজ্ঞায় বলা হয়েছে: "তুমি তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।" এই আজ্ঞা পালনের ক্ষেত্রে যিশুই সবচেয়ে বড় আদর্শ, যিনি অসহ্য ক্রুশীয় মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রাণপ্রিয় মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য যোহনকে অর্পণ করে বলেছিলেন: "ঐ দেখ, তোমার মা।"[১৭]

৯। প্রশ্ন: ধন্যা মারীয়ার কি আরো সন্তান ছিল? পবিত্র বাইবেলে যিশুর যেসব ভাইবোনের কথা বলা হয়েছে, তারা তাহলে কারা?

উত্তর: কাথলিক মণ্ডলী গোড়া থেকেই বিশ্বাস করে আসছে যে, মুক্তিদাতা যিশু হলেন ধন্যা মারীয়ার একমাত্র পুত্র। যিশু ছাড়া তার আপন গর্ভের আর কোন সন্তান নেই।

খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে আসছেন যে, পবিত্র বাইবেলে যিশুর যেসব ভাইবোনের কথা কথা বলা হয়েছে, তারা ধন্যা মারীয়ার গর্ভে জাত আপন ভাইবোন নয়। তারা সম্ভবত: যিশুর কাকাতো-জ্যাঠাতো-মামাতো ভাইবোন হয়ে থাকবেন। এটি প্রকাশ করে মে, যিশুর পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠদের পারিবারিক গভীর সুসম্পর্ক ছিল বলেই অন্যান্য ভাইবোনেরা যিশুর কাছে ছিল একান্ত আপন। এশিয়ার অনেক দেশে এখন পর্যন্ত যৌথ পরিবারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যিশুর পরিবার ছিল এশিয়ার মানুষ। এখানে যুগ যুগ ধরে অনেক মানুষ যৌথ পরিবারের গভীর মায়া-মমতায় বেড়ে উঠেছে। যৌথ পরিবারে কাকাতো-জ্যাঠাতো ভাইবোনেরা একান্ত আপন ভাই বোনের মতো বেড়ে ওঠে; অনেক সময় তাদেরকে পার্থক্য করা যায় না কে কার সন্তান। যিশুর ক্ষেত্রেও ঠিক হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয়ত: যিশুর যদি আরও ভাইবোন থাকতো, তবে যিশু যখন কালভেরিতে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, তখন ক্রুশের তলায় সেই ভাইবোনদের দেখা যায় না কেন? যেখানে যোহন, নীকোদিম, মারীয়া মাগদালেনা উপস্থিত রয়েছেন, যদি যিশুর নিজ মায়ের গর্ভের কোন ভাইবোন থেকে থাকেন, তাহলে তারা কোথায়? তারা কেন তাহলে যিশুর ক্রুশের তলায় যিশুর পাশে ছিলেন না? এসব কিছু স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ধন্যা মারীয়ার গর্ভে জাত যিশুর অন্য আর কোন ভাইবোন ছিল না।

১০। প্রশ্ন: বাইবেলে মারীয়ার বিষয়ে বেশি লেখা হয় নাই কেন?

উত্তর: যিশুর সমগ্র জীবনচরিত লিখে রাখা মঙ্গলসমাচার লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। তারা যিশুর জীবনে অনেক কিছুই উল্লেখ করেননি। যেমন: শৈশবে যিশু কিভাবে বড় হয়েছেন, কোথায় কার কাছে লেখাপড়া করেছেন, এবং পরবর্তীতে কিশোর ও যুবক কালে, বিশেষ ভাবে, ১২ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত যিশুর জীবনে কি ঘটেছে, মায়ের সাথে যিশুর সম্পর্ক, সাধু যোসেফ ও ধন্যা মারীয়ার মৃত্যু, ইত্যাদি কোন মঙ্গলসমাচার লেখক উল্লেখ করেননি। তাদের লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল: মানব মুক্তির ঐশ পরিকল্পনা বা Salvation History তুলে ধরা, কোন ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত লেখা নয়।

১১। প্রশ্ন: কাথলিকরা ধন্যা মারীয়াকে "ঈশ্বর-জননী" বা "ঈশ্বরের মা" বলে কেন? তিনি কি ঈশ্বরকে জন্ম দিলেছেন? বরং ঈশ্বর তো ধন্যা মারীয়াকে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তিনি কীভাবে "ঈশ্বর-জননী" বা "ঈশ্বরের মা"?

উত্তর: 'ঈশ্বর-জননী' মারীয়া - এই উক্তির কিছু বাইবেলীয় ভিত্তি অবশ্যই রয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো:

১) যিশাইয় ৭:১৪ ধন্যা মারীয়ার জন্মের অনেক পূর্বেই প্রবক্তা যিশাইয় মুক্তির প্রতিক্ষারত ইহুদী জাতির লোকদের কাছে প্রকাশ করেন যে, দয়াময় ঈশ্বর নিজেই তাঁর লোকদেরকে মন্দের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে ধরায় নেমে আসবেন মানুষ রূপে একটি কুমারী মেয়ের মধ্য দিয়ে। মানবরূপী ঈশ্বরকে বলা হবে "ইম্মানুয়েল"- অর্থাৎ "ঈশ্বর আমাদের মধ্যে" *(যিশাইয় ৭:১৪)*। কাজেই, যিনি সেই "ইম্মানুয়েল" বা ঈশ্বরের জন্মদায়িনী, সেই মহিয়সী নারী মারীয়া নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মাতা।

২) লূক ১:৩৫ মহাদূত গাব্রিয়েল ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাথে তাঁর সাক্ষাতের সময় পুণ্যবতী মারীয়ার প্রতি পরম শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে তাঁর নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি; যেহেতু ঐশ পরিকল্পনায় নাজারেথের অতি সাধারণ কুমারীটি ঈশ্বর-জননী হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাই, স্বর্গদূত মারীয়ার কাছে এসে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সম্ভাষণ করে বলেন: "আনন্দ কর, পরম আশিসধন্যা" *(লূক ১:৩৮)*। তিনি আরো প্রকাশ করেন, মারীয়া কেন আনন্দিতা হবেন; কেননা "পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি। তাই এই যার জন্ম হবে, সেই পবিত্রজন ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন" *(লূক ১:৩৫)*। কাজেই, ঈশ্বর-পুত্রের জন্মদায়িনী মাতা সঙ্গত কারণেই ঈশ্বর-জননী। তাই, স্বর্গদূত গাব্রিয়েল নতশিরে সেই পুণ্যবতী ঈশ্বর-জননী মারীয়াকে প্রণাম করেছেন, যার মধ্য দিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর পাপে-পতিত মানুষের মুক্তির জন্যে মানবরূপ ধারণ করে যিশুর মধ্য দিয়ে জগতে প্রবেশ করতে চলেছেন।

৩) লূক ১:৪৩

মারীয়া যখন স্বর্গদূতের মুখে শুনতে পেলেন যে, তাঁর জ্ঞাতি- বোন এলিজাবেথ বৃদ্ধ বয়সে মা হতে চলেছেন, তখন তার কষ্টের কথা ভেবে বড় বোনের সেবার উদ্দেশ্যে কুমারী

মারীয়া যখন তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন, তখন এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে তার ছোট বোন মারীয়ার মহা গৌরবের কথা প্রকাশ করে বলেন: "আমার এমন সৌভাগ্য হল কী করে যে, আমার প্রভুর মা আমার কাছে এলেন?" *(লূক ১:৪৩)*। এখানে এলিজাবেথ জগতের কাছে প্রকাশ করেন যে, তাঁর বোন মারীয়া শুধু একজন সাধারণ নারী নন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর-পুত্রের মাতা, তিনি ঈশ্বর-জননী।

৪) মার্ক ১৬:৩৯খ

সাধু মার্ক এখানে সরাসরি যিশুর মায়ের কথা উল্লেখ করেন নি বটে, তবে যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর পর প্রকৃতির মধ্যে ভীতিপ্রদ প্রতিক্রিয়া দেখে যিশু সম্বন্ধে রোমীয় সেনাপতি অন্তর থেকে স্বীকার করে বলেছিলেন: "সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন" (মার্ক ১৬:৩৯খ)। যেহেতু যিশু ঈশ্বর-পুত্র, তাঁর জন্মদায়িনী মাতা নিশ্চয়ই ঈশ্বর-জননী।

৫) গালাতীয় ৪:৪ সাধু পলের স্বীকারোক্তি:

মারীয়া ঈশ্বরের মাতা

খ্রিস্টমণ্ডলীর বিখ্যাত প্রচারক সাধু পল গালাতীয়দের কাছে তাঁর পত্রে কুমারী মারীয়া সম্বন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি দেন যে, মারীয়া ঈশ্বর-পুত্রের জন্মদায়িনী, তাই তিনি ঈশ্বর-জননী: "কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হল, তখন পরমেশ্বর এই পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর আপন পুত্রকে; তিনি জন্ম নিলেন নারীগর্ভে---" *(গালাতীয় ৪:৪)*। স্পষ্টত:ই সেই নারী যিশুর মাতা ধন্যা মারীয়া, যিনি ঈশ্বর-জননী।

মণ্ডলীর পিতৃগণের ও মহান সাধুদের লেখায় মারীয়া 'ঈশ্বর-জননী'

মণ্ডলীর পিতৃগণের ও মহান সাধুদের পাণ্ডুলিপিতে ধন্যা মারীয়াকে এক পবিত্রা কুমারী ও ঈশ্বরের জননী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তিয়োক নগরীর সাধু ইগ্নাসিউস (১৭০ খ্রিস্টাব্দ) তার লেখায় উল্লেখ করেন যে, ঈশ্বর তাঁর মহান পরিকল্পনায় ধন্যা মারীয়াকে পাপশূণ্য করে সৃষ্টি করেছেন, যেন পবিত্র ঈশ্বর এক পবিত্র নারীর মধ্য দিয়ে জগতে প্রবেশ করতে পারেন। পরবর্তীতে, সাধু জাস্টিন ও সাধু আইরেনিয়াস তার এই মত সমর্থন করেন।[১৮]

পঞ্চম শতাব্দীতে ঐশতত্ত্ববিদদের (Theologians) মধ্যে ধন্যা মারীয়ার মাতৃত্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় প্রধানত যিশুর পরিচয়কে কেন্দ্র করে - অর্থাৎ যিশুর মানব স্বভাব (Human Nature) ও ঈশ্বর-স্বভাব (Divine Nature) এই বিষয়কে কেন্দ্র করে। ঐশতত্ত্ববিদদের বিতর্কের বিষয় হলো: "মারীয়া কি শুধু যিশুর মানব-স্বভাবের মা ছিলেন, নাকি যিশু যেহেতু একই সাথে ঈশ্বর, মারীয়া ঈশ্বর-স্বভাবেরও মা ছিলেন?" ("Was Mary the Mother of Jesus' human nature or, because Jesus was also God, is Mary also the Mother of God?"[১৯] এই কঠিন প্রশ্নের সমাধান নিয়ে ৪৩১ খ্রিস্টবর্ষে এফেসাসের মহাধর্মসভা (Council of Ephesus) ঘোষণা করে: "যেহেতু মারীয়া যিশুকে জন্মদান করেছেন, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, যুক্তিযুক্তভাবেই মারীয়া হলেন ঈশ্বরের জন্মদাতা, ঈশ্বরের মাতা।"[২০] এফেসাস নগরের ধর্মসভা এটিকে বিশ্বাসযোগ্য সত্য বা dogma হিসাবে ঘোষণা করে এই বলে যে, একই যিশু একাধারে পূর্ণ ঈশ্বর এবং তিনি পূর্ণ মানুষ - যা মোটেই আলাদা করা যায় না। তাই তাঁর মাতা মারীয়া যিশুর পূর্ণ সত্তার মাতা - অর্থাৎ তিনি যিশুর ঐশ স্বভাব ও মানব সভাব - এই দুই সত্তারই মাতা। তাই যিশুর মাতা মারীয়া হলেন ঈশ্বরের মাতা বা Theotokos or The Mother of God রূপে বিশ্বাসযোগ্য সত্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়।[২১] পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহান সাধু লিও প্রথমবারের মত পবিত্র খ্রিস্টযাগের খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনায় ধন্যা মারীয়ার নাম সংযুক্ত করেন, যেখানে তিনি তাঁকে একজন নিষ্পাপ-নির্মলা 'চির কুমারী ও ঈশ্বর-জননী' রূপে উল্লেখ করেন।[২২]

সাধু আগষ্টিন (৪৩০ খ্রিস্টাব্দে) কুমারী মারীয়ার জীবন-ধ্যানের আরো গভীরে প্রবেশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ঈশ্বরের মহান কৃপায় ধন্যা মারীয়া 'আদি পাপ' -- এর কলঙ্ক থেকে আজীবন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, যেন তাঁর নির্মল গর্ভে পরম পবিত্র জন্ম নিতে পারেন এবং তিনি হয়ে উঠতে পারেন পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র জননী।[২৩] পরবর্তীতে, এই ৪৫১ খ্রিস্টবর্ষে ক্যালসিডনের ধর্মসভা (Council of Chalcedon) এই বিশ্বাস-সত্যকে পুনর্ব্যক্ত (reaffirmed) করে এবং ঘোষণা দেয় যে, ঈশ্বর-পুত্র যিশু "কুমারী মারীয়া গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঈশ্বরের মাতা" ("was born of the Virgin Mary, Mother of God….") ।"[২৪]

যখন পরবর্তীতে এই উপরোক্ত বিশ্বাসযোগ্য সত্য (dogma) নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয় এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ তৈরী হয়, তখন ৫৫৩ খ্রিস্টবর্ষে কন্সটান্টিনোপলের ২য় ধর্মসভা (Council of Constantinople) সেসব ভ্রান্ত মতবাদগুলো খণ্ডন করে দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করে যে, ধন্যা মারীয়া "ঈশ্বরের মাতা"। আবার, ৬৮১ খ্রিস্টবর্ষে কন্সটান্টিনোপলের ৩য় ধর্মসভা উপরোক্ত বিশ্বাস-সত্য পুর্নব্যক্ত করে। ২৫ পোপ ১২শ পিউস ১৯৫০ খ্রিস্টবর্ষের ১ নভেম্বর তার papal bull Munificentissimus Deus-এ ধন্যা মারীয়ার সশরীরে স্বর্গোন্নয়ন -সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য সত্য (dogma) ঘোষণা করেন, সেখানে তিনি ধন্যা মারীয়াকে চির কুমারী ও নিষ্কলংকা ঈশ্বর-জননী (Immaculate Mother of God) রূপে ঘোষণা করেন।[২৬]

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ঘোষণায় ঈশ্বর-জননী মারীয়া (১৯৬২-১৯৬৫)

ভাটিকার মহাসভায় দলিলের অষ্টম অধ্যায়ে 'জগতের আলো' শিরোনামের অধ্যায়টিতে ব্যাপকভাবে ধন্যা মারীয়ার পরিচিতি ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে ধন্যা মারীয়াকে ১২ বার "ঈশ্বরের মাতা" বা "ঈশ্বরের জননী" (Mary "Mother of God") বলে সম্বোধন করা হয়েছে।[২৭]

১২। প্রশ্ন: ধন্যা মারীয়া ও যিশুকে একত্রে একটা ধানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যিশু চালের মত, আর ধন্যা মারীয়া তুষের মত। চালের মূল্য অনেক, কিন্তু তুষের তো তেমন দাম নাই। তাহলে ধন্যা মারীয়াকে এত সম্মান করব কেন? বা, যিশু মূল্যবান উপহার, ধন্যা মারীয়া উপহারের মোড়কের মত। তাহলে উপহারের মোড়ককে কেন এত সম্মান কেন করা হয়?

উত্তর: মানবীয় দৃষ্টিতে এটা কখনো হতেই পারে না যে, আমরা কেউ আমাদের মাকে তুষ বা উপহারের মোড়ক মনে করবো। এটা ভাবা খুবই অমানবিক, অসুন্দর ও অনৈতিক। পৃথিবীর কোন সমাজই তা গ্রহণ করতে পারে না, কোন ধর্মইতা সমর্থন করতে পারে না। তাহলে কী করে একজন মানুষ, বা কোন খ্রিস্টান ভাবতে পারে যে, ধন্যা মারীয়া হলেন তূষ বা একজন উপহারের মোড়কের মত যার তেমন মূল্য নেই। আমরা কেউ কখনো নিজের মাকে তূষের মত বা উপহারের মোড়কের মত তুচ্ছ ভেবে ফেলে দিতে পারি। তা হতেই পারে না। "ঈশ্বর চান না যে, মাকে উপহারের মোড়কের মত ব্যবহার করা হোক, সেজন্যেই তিনি বলেছেন: "তোমার পিতাকে ও মাতাকে সম্মান করবে---" "God does not want the mother to be treated as a gift-wrapper, for He says, "Respect your father and your mother---" (২৮২য় বিবরণ ৫:১৬)"।[২৮]

সারা পৃথিবীকে এমন আর কে আছে, যে যিশুর চেয়ে তার মাকে বেশী ভালবেসেছে? যিশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর পূর্বে মায়ের সেবাযত্নের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে গেছেন তাঁরই সবচেয়ে প্রিয় শিষ্যের হাতে মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করে এবং এখন স্বর্গে তাঁরই রাজকীয় মহিমা ও গৌরবের আসনের পাশে মাকে স্বর্গের রাণীর আসন প্রদান করে।[২৯] আসুন, আমরাও যিশুর কত ধন্যা মারীয়াকে ভালোবাসি ও সম্মান করি।

গ্রন্থপুঞ্জী:

১) যোহন ১৯:২৭
২) দ্র: যোহন ১৯:২৭খ
৩) যাত্রা পুস্তক ২০:১২
৪) লূক ১:২৮

৫) লূক ১:২৮

৬)কোরয়ান৩:৪,VCourtios,S.J,Mary in Islam, অনুবাদঃ সিঃ মেরী ইউজিনিয়া, আরএনডিএম,পৃঃ ১৭

৭) দ্রঃ যোহন ২:১-১১

৮) John Paul II, Rosarium Virginis Mariae, Chapter II, Sub-title

৯) H, Conclusion, No. 3

১০) ঐ, Chapter II, No. 18

১১) ঐ, Chapter II, No. 40

১২) ঐ, Chapter II, No. 40

১৩) দ্রঃ আদি ১:১-৩২

১৪) দ্রঃ দানিয়েল ৩:৫২-৮৮

১৫) দ্রঃ সাম ১৩৬:১-২৬

১৬) যোহন ২১:২৫

১৭ যোহন ১৯:২৭

১৮) দ্রষ্টব্যঃ Judith A. Bauer, ed., The Essential Mary Handbook, ৯০-৯১.

১৯) Altemose Charlene, MSC, 'Mary through ages' in What You Should Know About MARY, p.39

২০) ঐ, পৃঃ ২০

২১) দ্রষ্টব্যঃ ঙ'Carroll, Theotokos: A Theological Encyclopedia of the Blessed Virgin Mar, ৩৪২.

See also Maurice Hamington, HAIL MARY?, New York: Routledge, ১৯৯৫, ১৮৩.

২২) দ্রষ্টব্য: Judith A. Bauer, ed., The Essential Mary Handbook, ৯০-৯১.

২৩) ঐ, পৃঃ ৯০-৯১.

২৪) Anthony M. Bouno, The Greatest Marian Titles, Makati City: St Pauls, ২০০৮, ১২৯.

২৫) ঐ, পৃঃ ১২৯.

২৬) Pius XII, Munificentissimus Deus, November ১, ১৯৫০

২৭) দ্রষ্টব্যঃ Lumen Gentium, chapter 8, Vatican II; `ªóe¨: Anthony M. Bouno, The Greatest Marian Titles, Makati City: St Pauls, ২০০৮, ১২৯.

২৮) Kaitholil, Fr. George, Why Pray The Rosary, St. Paul, Bandra, Mumbai, ২০০৩, পৃঃ ৮৩

২৯) দ্রঃ প্রত্যাদেশ ১২:১-৬

৯ পৃষ্ঠায় পর

পালাক্রমে নভেনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও পর্বোৎসবকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টভক্তগণ পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ এবং নিরামিষ ও উপবাস পালন করে থাকেন। সাধু আন্তনীর নভেনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টভক্তেরা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা আশীর্বাদ লাভ করেন।

সাধু আন্তনীর পর্বোৎসবঃ প্রতিবছর ১৩ জুন সাধু আন্তনীর পার্বণ আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করা হয়। সাধু আন্তনীর পর্বে স্থানীয় এবং আশেপাশের ধর্মপল্লীর উল্লেখযোগ্য খ্রিস্টভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন। ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পর্বোৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় খ্রিস্টবিশ্বাসীরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকেন। বাহ্যিক প্রস্তুতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণের মধ্যদিয়ে সুন্দরভাবে পর্বোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে বহু সাধু আন্তনীর ভক্তজনেরা এখানে সমবেত হন। সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও মানত করেন। মনে আশা পূর্ণ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা করেন। মহান সাধু আন্তনী কাউকে ফিরিয়ে দেন না। সাধু আন্তনীর পর্বোৎসবে ঐতিহ্য অনুসারে আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণ করা হয়। বাড়িতে বাড়িতে আগত অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে। সাধু আন্তনীর পর্ব উপলক্ষে বকস্‌নগর সেন্ট এ্যান্থনীস্ ক্লাব বার্ষিক প্রকাশনা 'দিশারী' প্রকাশ করে এবং পর্বের দিন বিকালে প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন করে থাকে। ১৩ জুন বকস্‌নগর গ্রাম যেন আঠারগ্রাম ও ঢাকাবাসীর মিলনমেলার দিন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের এই বিশেষ দিনে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

বিভিন্ন অলৌকিক কাজ সাধনের মাধ্যমে সাধু আন্তনী হয়ে উঠেছেন অলৌকিক কর্মসাধক। তাঁর প্রচার কাজের ফলে অনেক পথভ্রষ্ট মানুষ সঠিক পথে ফিরে এসেছেন ও মন পরিবর্তন করেছেন। ঐশবাণীর প্রতি তাঁর ছিল অনেক ভালোবাসা। প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তিনি বাণীপাঠ ও ধ্যান করতেন এবং বাণীর মর্মার্থগুলি নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন। আমরা যেন সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করি।

তথ্যসূত্র

১. পাদুয়ার সাধু আন্তনী, মূলগ্রন্থ: 'সান এন্টানিও, লেখক: মনোজ বিশ্বাস, সম্পাদক; ফাদার লুইস গোবিত্তি, নদীয়া, ২০০১।

২. কস্তা, ফাদার দিলীপ এসঃ ঐশ অনুগ্রহ বহনকারী সাধু আন্তনী, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ-৮২, সংখ্যা-১৯, ঢাকা, ২০২২।

বিজ্ঞ/১৩৭/২৪

ঘূর্ণিঝড়প্রবণ বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় রেমালের আঘাত ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় করণীয়

বাংলাদেশ প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে চলেছে। প্রায় সময়ই গ্রীষ্মকালে কোন কোন ঘূর্ণিঝড় লণ্ডভণ্ড করে দেয় বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী বিভিন্ন জনপদ। এবারও মে মাসের শেষের দিকে তাণ্ডব হানে রেমাল নামে ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় বিষয়ে কিছু তথ্য ও তা মোকাবেলায় কিছু মানুষের পরামর্শ নিয়ে আমাদের এই বিশেষ প্রতিবেদন।

ঘূর্ণিঝড়, হারিকেন ও টাইফুন শুনতে তিনটি পৃথক ঝড়ের নাম মনে হলেও আসলে এগুলো অঞ্চলভেদে ঘূর্ণিঝড়েরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। সাধারণভাবে ঘূর্ণিঝড়কে ঘূর্ণিঝড় বা ট্রপিক্যাল ঘূর্ণিঝড় বলা হয়। ঘূর্ণিঝড় শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'কাইক্লোস' থেকে, যার অর্থ বৃত্ত বা চাকা। এটা অনেক সময় সাপের বৃত্তাকার কুণ্ডলী বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। আটলান্টিক মহাসাগর এলাকা তথা আমেরিকার আশপাশে ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ১১৭ কিলোমিটারের বেশি হয়, তখন জনগণকে এর ভয়াবহতা বুঝাতে 'হারিকেন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা তথা চীন, জাপানের আশপাশে হারিকেনের পরিবর্তে 'টাইফুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির কারণ: আবহাওয়া গত নানা কারণে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য আনুষঙ্গিক কিছু প্রভাবক হলো ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা কমপক্ষে ২৬-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকা আবশ্যক এবং একটি নির্দিষ্ট গভীরতা (কমপক্ষে ৫০ মিটার) পর্যন্ত এ তাপমাত্রা থাকতে হয়। এজন্য সাধারণত কর্কট ও মকর ক্রান্তিরেখার কাছাকাছি সমুদ্রগুলোতে গ্রীষ্মকালে বা গ্রীষ্মের শেষে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণি বিভাজন: বাতাসের তীব্রতা ও গতি বৃদ্ধিকে বিবেচনায় নিয়ে ঘূর্ণিঝড়কে ৮টি শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়। শ্রেণিগুলো হলো: লঘুচাপ, সুস্পষ্ট লঘুচাপ, নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়, প্রবল ঘূর্ণিঝড়, অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং সুপার সাইক্লোন। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩১ কিলোমিটার বা এর নিচে হলে তাকে লঘুচাপ আখ্যায়িত করা হয়। এর গতি বাড়তে বাড়তে ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার হলে তাকে ঘূর্ণিঝড় এবং বাতাসের গতিবেগ ২২২ কিলোমিটার বা এর অধিক হলে সুপার সাইক্লোন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত কোনটার কী মানে?

'উপকূলীয় নৌযানকে ৮ নম্বর মহাবিপৎসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।' টেলিভিশন বা রেডিওতে শোনা সবচেয়ে পরিচিত ঘোষণা। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়ের সময়। ঘূর্ণিঝড়ের কঠিন এই সময়টাতে এসব সংকেতের মানেটা কী?

এগুলো নিছক সংকেত নয়। উপকূল বা তার আশপাশের মানুষকে সতর্ক করতেই দেওয়া হয় এই সংকেতগুলো। সংকেত বাড়া মানে বিপদ আসন্ন, কঠিন সময় আসছে। তবে কোন সংকেতে কী নির্দেশনা থাকে তা জানা দরকার। সাধারণত দুটি ক্ষেত্র রয়েছে বিপদসংকেতের। একটি নদীর জন্য, অন্যটি সাগরের। ক্ষেত্রভেদে সংকেতের সংখ্যা ও ধরনেও আছে পার্থক্য।

নদীবন্দরের জন্য সংকেত দুর্যোগপূর্ণ আবহওয়ার সময় নৌপথে নিরাপদ চলাচল ও জান-মাল রক্ষার্থে সরকার অনুমোদিত পদ্ধতিতে নদীবন্দরের জন্য মোট ছয়টি সংকেত চালু আছে। ছয়টি সংকেতের প্রথ মটি হবে স্থানীয় সতর্কসংকেত ৩। দ্বিতীয়টি হলো স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ৪।

এরপর সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে মিল রেখে বিপদসংকেত এবং মহাবিপদসংকেত ৮, ৯ ও ১০। অর্থাৎ শুধু নদীবন্দরের জন্য ৩ ও ৪ নম্বর সংকেতই থাকে, যা কালবৈশাখী ও বর্ষাকালীন ঝড়ো হাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বড় ঝড় কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে সমুদ্রবন্দরের মতোই নদীবন্দরেও বিপদসংকেত এবং মহাবিপদসংকেত ৮, ৯ ও ১০ ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে ৭ নম্বর সংকেত থাকছে না। ২০০৮ সালের এই পদ্ধতিতে নদীবন্দরের জন্য ১ ও ২ নম্বর সংকেত না থাকলেও শীতকালে কুয়াশা ও বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্যতা কমে গেলে নৌ-পরিচালনার জন্য এমন সতর্কবার্তা ঘোষণা করা হয়, যাতে সাবধানে চলার নির্দেশ থাকে।

সমুদ্র ও বন্দরের জন্য সংকেত

সমুদ্রের জন্য সংকেত প্রচলিত পুরনো পদ্ধতির ১১টির স্থলে নতুন পদ্ধতিতে সমুদ্র ও সমুদ্রবন্দরের জন্য মোট আটটি সংকেত প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে দূরবর্তী সতর্কসংকেত ১ ও দূরবর্তী হুঁশিয়ারি-সংকেত ২ শুধু গভীর সমুদ্র এলাকার জন্য। এর প্রথ মটির অর্থ হচ্ছে দূরে, গভীর সমুদ্রে ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগের ঝড়ো হাওয়া বইছে। এই ঝড়ো হাওয়া সামুদ্রিক ঝড়েও পরিণত হতে পারে। বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজ এবং গভীর সমুদ্রে অবস্থানরত নৌযানগুলো এর সম্মুখীন হতে পারে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

দ্বিতীয়টির অর্থ দূরে, গভীর সমুদ্রে ঝড়টি সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ থেকে ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত। বন্দর এখনই এই ঝড়ের কবলে পড়বে না। তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ এই ঝড়ের কবলে পড়তে পারে। মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাগুলোকেও উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলতে হবে, যাতে স্বল্প সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসতে পারে।

সমুদ্রবন্দরের সংকেত নদীবন্দরের মতো সমুদ্রবন্দর এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জন্যও ঝড়ের সংকেত শুরু হবে স্থানীয় সতর্কসংকেত ৩ থেকে। তার আগে দুটি দূরবর্তী সতর্ক ও দূরবর্তী হুঁশিয়ারিসংকেত রয়েছে।

দূরবর্তী সতর্ক সংকেত-০১: যখন বাতাসের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার। এটি ঝড়ে পরিণত হতে পারে। দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য এই সর্তকবার্তা। বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পড়তে পারে।

দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত-০২: এ সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ থেকে ৮৮ কিলোমিটার। এটিও দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য। বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া নৌযানকে উপকূলের কাছাকাছি সাবধানে চলাচল করতে হবে। যেন খুব দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া যায়।

স্থানীয় সতর্ক সংকেত-০৩: এটি সমুদ্রবন্দর, উপকূলীয় অঞ্চল ও নদীবন্দরের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ সময়টাতে বন্দর ও বন্দরের আশপাশের এলাকায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঝড়ো হাওয়ার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী ৬৫ ফুট এবং এর কম দৈর্ঘ্যের নৌযানগুলোকে অতি দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

স্থানীয় হুঁশিয়ারি-সংকেত-০৪: বন্দর ও আশপাশের এলাকা ঘূর্ণিঝড় কবলিত। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ৫১-৬১ কিলোমিটার/ঘণ্টা। ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেবার মতো বিপজ্জনক সময় এখনো আসেনি। ১৫০ ফুট এবং এর কম দৈর্ঘ্যের যেসব নৌযান ঘণ্টায়

৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধে সক্ষম নয়, সেসব নৌযানকে বিলম্ব না করে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে। এটিও সমুদ্রবন্দর ও উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, সমুদ্রবন্দরের জন্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪ ঘূর্ণিঝড়কেন্দ্রিক ভয়াবহ ধরনের ঝড়ের পূর্বাভাস।

বিপদ সংকেত-০৬: এ সময় মাঝারি-তীব্র সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মাঝারি ঝড়ো আবহাওয়া থাকবে। ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদসংকেত-০৮: প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দরে অতি তীব্র ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করবে। প্রচণ্ড এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯-১১৭ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে চলাচলকারী সব নৌকা ও ট্রলারকে সংকেত-০৬-এর মতোই নির্দেশনা থাকবে।

মহাবিপদ সংকেত-০৯: এটি প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, যার কারণে বন্দর এবং তৎসংলগ্ন এলাকার অতি তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া থাকবে। হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৮-১৭০ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে চলাচলকারী সব নৌকা ও ট্রলারকে সংকেত-০৬-এর মতোই নির্দেশনা থাকবে।

মহাবিপদ সংকেত-১০: এটি সুপার সাইক্লোনের তীব্রতাবিশিষ্ট প্রচণ্ডতম একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর এলাকায় অতীব তীব্র ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়া থাকলে কার্যকর হবে। সর্বোচ্চ তীব্রতার এ ঘূর্ণিঝড় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭১ কিলোমিটার বা আরো বেশি। উত্তর বঙ্গোপসাগরে চলাচলকারী সব নৌকা ও ট্রলারকে সংকেত-০৬-এর মতোই নির্দেশনা থাকবে।

ঘূর্ণিঝড়ে সতর্ক-পতাকা উত্তোলন:

সংকেত ০১, ০২, ০৩ : একটি পতাকা।

সংকেত ০৪, ০৬ : দুটো পতাকা পরপর।

সংকেত ০৮, ০৯, ১০ : তিনটি পতাকা পরপর।

ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করা হয় যে কারণে

ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের জন্য আগাম প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করাটাই নামকরণের প্রধান উদ্দেশ্য। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের কথা ভেবে তাদের সতর্কতার সুবিধার্থে নামটি নির্বাচন করা হয়। তারা যেন খুব সহজেই নামটি বুঝতে ও মনে রাখতে পারে সেদিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়। নামকরণের আরও একটি কারণ হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা। একই সময়ে একাধিক ঝড় সক্রিয় থাকলে বা আগে কোনো দুর্যোগের সঙ্গে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে আলাদা নাম সুবিধাজনক।

ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণের পদ্ধতি

ছ, ট, ঢ, ণ ও ত- এই ৫টি অক্ষর বাদ দিয়ে ইংরেজি বর্ণমালার ২১টি অক্ষর ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করা হয়। এগুলো সাধারণত এক বছরের জন্য পর্যায় ক্রমিকভাবে ছেলে ও মেয়েদের নাম দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ঘূর্ণিঝড়ের নাম ছিল আলবার্টো, আর পরের ২টি ছিল 'বেরিল'।

তবে কোনো বছর যদি ২১টির বেশি ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়, তবে নামগুলোর সঙ্গে গ্রিক বর্ণমালা যুক্ত করা হয়। যেমন: হারিকেন আলফা বা বিটা।

বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়গুলোর এই নামকরণ উত্তর ভারতীয় ঘূর্ণিঝড়ের বিধি অনুযায়ী হয়ে আসছে। এই বিধি অনুযায়ী বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়গুলোর নামকরণ করা হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করেন যারা

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা আঞ্চলিক কমিটির অধীনে মোট ৫টি আঞ্চলিক সংস্থা তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়গুলোর নামকরণ করে। এগুলো হলো- ইএসসিএপি (ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক) বা ডব্লিউএমও (বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা) টাইফুন কমিটি, ডব্লিউএমও বা ইএসসিএপি প্যানেল অন ট্রপিক্যাল সাইক্লোন, আরএ (রেজিওনাল অ্যাসোসিয়েশন) ট্রপিক্যাল সাইক্লোন কমিটি, আরএ-৪ হারিকেন কমিটি, আরএ-৫ ট্রপিক্যাল সাইক্লোন কমিটি।

ভারত মহাসাগরের ঝড়গুলোর নামকরণ করে ১৩টি দেশ। সেগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ওমান, ইরান, সৌদি আরব, ইয়েমেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার।

বাংলাদেশে আসন্ন কিছু ঘূর্ণিঝড়

সম্প্রতি বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ের নাম রেমাল। নামটির প্রস্তাব করে ওমান, আরবিতে যার অর্থ 'বালি'। 'রিমাল' ছাড়াও অদূর ভবিষ্যতে আসন্ন উত্তর ভারতীয় ঘূর্ণিঝড়ের নামগুলো হলো- আসনা (পাকিস্তান), ডানা (কাতার), ফেঙ্গাল (সৌদি আরব), শক্তি (শ্রীলঙ্কা), মন্থ (থাইল্যান্ড), সেনিয়ার (সংযুক্ত আরব আমিরাত) ও দিত্ত্ব (ইয়েমেন)।

ঘূর্ণিঝড় রেমাল: প্রবল ঘূর্ণিঝড় রেমাল হল বঙ্গোপসাগরের একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়, যেটি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে। এটি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে সন্ধ্যা থেকে ২৭ মে সকাল নাগাদ স্থলভাগ অতিক্রম করে। এটি ২০২৪ উত্তর ভারত মহাসাগর ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের প্রথম গভীর নিম্নচাপ, প্রথম ঘূর্ণিঝড় এবং প্রথম তীব্র ঘূর্ণিঝড় ছিল। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এটি ২৫ মে সন্ধ্যায় গভীর নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানার সময় ঝড়টির গতিবেগ ছিল প্রতি ঘন্টায় ৯০ থেকে ১১৫ কিলোমিটার। এটির প্রভাবে বাংলাদেশ ও ভারতে মোট ৭৬ জনের মৃত্যু হয়।

২০ মে, বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত এলাকার সৃষ্টি হয়, যা ২২ মে লঘুচাপে রূপ নেয়। সে লঘুচাপটি ২৩ মে ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়। ২৫ মে সকালে নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপ এবং সন্ধ্যা নাগাদ সেটি ঘূর্ণিঝড় রেমাল-এ রূপান্তরিত হয়। ঘূর্ণিঝড়টি আরও শক্তিশালী হয়ে ২৬ মে সকালে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়।

রেমালের ক্ষয়-ক্ষতি: ঘূর্ণিঝড় রেমালের তাণ্ডব ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। পটুয়াখালীর খেপুপাড়া উপজেলার উপকূল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার আগে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে রেমাল। তাণ্ডবের ছাপ রেখে গেছে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জেলা-উপজেলাগুলোয়। কেননা রেমাল-পরবর্তী বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির যে সংবাদ এবং আখ্যান আমরা প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে নিয়মিত জানতে পারছি তার পরিমাণ, সংখ্যা ও গুণের বিবেচনায় বিপুল।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রধান দুটি উপকূলীয় বিভাগ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ২৬৩টি স্থানে বেড়িবাঁধের ৪১ কিলোমিটার এলাকা বিধ্বস্ত হয়েছে। খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় ১ লাখ ৩২ হাজার ৭৮৪টি পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। বরিশাল বিভাগে প্রাথমিক হিসাবে কৃষি খাতে ৫০৮ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুধু এ দুই বিভাগেই আংশিক ও পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে প্রায় দেড় লাখ ঘরবাড়ি। ঘূর্ণিঝড় রিমালে ১৯টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলার সংখ্যা ১০৭। গৃহহীন মানুষের বাইরেও ১৯ জেলায় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৮৫৮টি ঘরবাড়ি। আর সম্পূর্ণ ঘরবাড়ির সংখ্যা ৪১ হাজার ৩৩৮। উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় ভেসে গেছে হাজার হাজার মাছের ঘের ও পুকুর। বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা দুই

জেলায় যেসব বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো সংস্কার করতে ২৬ কোটি টাকার মতো খরচ হবে বলে জানিয়েছেন খুলনার পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী। খুলনা বিভাগের মোট ৪৩২টি ইউনিয়ন ও তিনটি পৌরসভা দুর্যোগকবলিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১২ লাখ ৬৯ হাজার ১৫৪ মানুষ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে খুলনা জেলায়। এ জেলায় ৭৬ হাজার ৯০৪টি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৫২ হাজার ২০০। খুলনা নগরে অসংখ্য গাছ উপড়ে গেছে। ঘূর্ণিঝড়ে সাতক্ষীরা জেলায় ১ হাজার ৪৬৮টি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। শ্যামনগর, আশাশুনি ও কালীগঞ্জ উপজেলার সঙ্গে সাতক্ষীরা শহরেও অসংখ্য গাছ উপড়ে পড়েছে। জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্যমতে, ঘূর্ণিঝড়ে জেলার ১ হাজার ৪৬৮টি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। ৪৩ ইউনিয়নের মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ২ লাখ ২১ হাজার ১৭৬ মানুষ। খুলনা বিভাগীয় মৎস্য অফিস ক্ষয়ক্ষতির একটি তালিকা তৈরি করেছে। তাতে দেখা গেছে, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় মোট ৬০৭ কোটি ৮১ লাখ টাকার মাছের ক্ষতি হয়েছে। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় উপড়ে পড়েছে কয়েক হাজার গাছপালা। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা। ১৯ জেলার প্রায় পৌনে তিন কোটি লোক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল। বিদ্যুৎ খাতে মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা। বাগেরহাট জেলায়ও অন্তত ৪৫ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বরিশাল বিভাগে প্রাথমিক হিসাবে কৃষি খাতে ৫০৮ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বরিশাল জেলায় ক্ষতি হয়েছে ১১০ কোটি ৩৩ লাখ টাকার। বিভাগীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ঘূর্ণিঝড়ে বিভাগের ছয় জেলায় কৃষি খাতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ১৮ হাজার ২০৯ হেক্টর জমির ফসল।

এসব ক্ষতির তালিকা আরো দীর্ঘ হবে তাতে সন্দেহ নেই। আবার এসব হিসাব-নিকাশের বাইরেও থেকে যাবে অনেক কিছু। যেমন কক্সবাজার, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, ভোলা, সন্দীপ, হাতিয়া, নোয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর, ঝালকাঠি প্রভৃতি জেলায়ও ঘূর্ণিঝড় রেমালের আঘাত হানার কথা থাকলেও শেষে মহেশখালী, কুতুবদিয়া, চকরিয়া, ভোলা, সন্দীপ, হাতিয়া প্রভৃতি উপজেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। চিংড়ির ঘের, মাছের ঘের, পানের বরজ এবং লবণমাঠের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এসব ক্ষতির পরিমাণ কোটি কোটি টাকা।

রোমালের কবলে কিছু খ্রিস্টান জনপদ: ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব সারা বাংলাদেশেই পড়েছে। তবে খুলনা ধর্মপ্রদেশের কিছু ধর্মপল্লীর কয়েকটি গ্রাম বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাগেরহাট উপ-ধর্মপল্লীর মারীয়াপল্লী গ্রামে ঝড়ের পানি ঢুকে পড়ে ঘরগুলোতে। অনেকেই কর্মহারা হয়ে যান। শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীর চিলাসহ কয়েকটি গ্রামের ১৫/২০টি পরিবারে বসতবাটি ঝড়ে-জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক পরিবারই। স্থানীয় সরকার থেকে কিছু সহায়তা পেয়েছে সত্য কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তাই সহৃদয়বান অনেকেই সহায়তার হাত নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনাও সমান জরুরি

বাংলাদেশ ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় যথাসময়ে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে মানুষকে যথাসময়ে সরিয়ে নেয়ার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা এবং পরিসংখ্যান আরো বড় হতে পারত। মিডিয়াও ধন্যবাদ অত্যন্ত পেশাদারীত্বের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ এবং অগ্রগতি প্রকাশ ও প্রচার করেছে।

দুর্যোগ-পরবর্তী অবস্থায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে একটা সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে, শক্ত তদারকির (মনিটরিং) মাধ্যমে এবং একটি পদ্ধতিগত বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করা অত্যন্ত বেশি দরকার। অতীতে ত্রাণ বিতরণে নানা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতির কথা জানা আছে। প্রকৃত দুর্গতদের কাছে না পৌঁছে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের চাল, ডাল, গম, টিন এবং নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী চলে যায় স্থানীয়ভাবে কতিপয় ক্ষমতাবানদের হাতে। ফলে সরকারের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দুর্গত এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ কতিপয় দুর্নীতিবাজ, স্থানীয় ক্ষমতাবান এবং অর্থলোভীদের কারণে ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় নানা অনিয়মের ঘটনা ঘটে। তাই রেমাল ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সুন্দর ও সুষ্ঠু বণ্টন ও বিতরণ ব্যবস্থার দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। যাতে উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত নিঃস্ব, দুস্থ ও দুর্গত মানুষ আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। সরকারি সাহায্য, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় আবার যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। সরকারের সাথে সাথী হয়ে বিত্তবানরাও অতীতের মতো ত্রাণ সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসবেন বলে বিশ্বাস করি।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় করণীয়: বুয়েটের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এ পক এম সাইফুল ইসলাম বলেন, "উপকূলীয় এলাকায় শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ করা উচিত। যে বাঁধগুলো আছে, সেগুলো অনেক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"বাঁধগুলো নিচু হয়ে গেছে। বিভিন্ন সাইক্লোনের প্রভাব পড়েছে। অনেক জায়গায় নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে। শুধু বাঁধ নয়, যেসব জায়গায় ভাঙন আছে সেখানে ব্যাঙ্ক প্রটেকশন দিতে হবে।"

উপকূলে ৫ হাজার ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩৯টি বাঁধ আছে। এর মধ্যে ১০টা উঁচু করা হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও জলোচ্ছ্বাসের বিষয়টি মাথায় রেখে বাকিগুলোও শক্তিশালী করা জরুরি। পাশাপাশি বাঁধের সামনে গাছ লাগাতে পারলে ভালো। যেখানে লোকালয় ও জনবসতি আছে, সেখানে গাছ লাগাতে হবে। গাছ আসলে প্রোটেকশন দেয়।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো, দোতলা পাকা বাড়ি তৈরিতে সহজ শর্তে ঋণ দিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। বাংলাদেশ তো জলবায়ু পরিবর্তনের ভুক্তভোগী। বহু মিলিয়ন ডলারের তহবিল হচ্ছে, বাংলাদেশের তো সেখান থেকে অর্থ পাওয়া উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসন ফাতিমা আকতার বলেন, যখনই পৃথিবী উত্তপ্ত হয়, অস্থিতিশীলতা বেড়ে যায় বাতাসে, তখন নানা রকমের ক্ষয়ক্ষতি হবে। এ কারণে অনেক বেশি বৃষ্টি-বন্যা হবে, আবার খরাও হবে। একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পর্কিত। এই পরিস্থিতিটা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণেই হচ্ছে। আমাদেরকে এজন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচতে আগাম সতর্কতা খুব দরকার মন্তব্য করে এ বিশেষজ্ঞ বলেন, "তবে সেই সতর্কতায় জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। শুধু বিপদ সংকেতই নয়, এর প্রভাব কী, কোন সংকেতের সময় কী করতে হবে, সে বিষয়টিও মনযোগে নিতে হবে। এর সঙ্গে প্রচুর বৃক্ষ রোপণ, জলাশয়গুলো বন্ধ না করা, পর্যাপ্ত সবুজ ও খোলা জায়গা রাখাতেও মনোযোগী হতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে এখন থেকেই টেকসই বাঁধ ও বৃক্ষরোপন করতে হবে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায়। এছাড়া জনগণকেও সচেতন হতে হবে।

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন দৈনিক সংবাদ পত্র

ভুতুরে বাড়িতে গোয়েন্দাগিরি!

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

একটা বিদঘুটে গন্ধ নাকের পাশ দিয়ে ছুটে যেতেই বেরসিক নাকটা খপ করে ধরে ফেলল। দুই জোড়া, চোখ স্থির হল গন্ধটার উৎপত্তি স্থল লক্ষ্য করে। হাত কেন বসে থাকবে? সাঁই করে চেপে ধরল নাক। পেট শুধু গুদাম ঘরের মত খাবার মজুদ করে, তাই এই সুযোগে এমন অপবাদ দূর করতে পেটও সব বের করে দিতে প্রস্তুত হল। আর মুখ? এর কাজ নাকি শুধু খাই খাই করা, তাই এই সুবর্ণ সুযোগ আর হাতছাড়া না করে ও....য়া....ক!!! হুড়হুড় করে পেটের মধ্যে মজুদকৃত মালামাল নামিয়ে দিল রাস্তায়। বেচারা নিসু!

আরে, এই বেটা, কি করছিস? দুই লাফ দিয়ে সরে গিয়ে ধমকে উঠলো বিরু। নিসুর মুখে কোনো কথা নেই! ওয়াক.. ওয়াক করে বসে পড়ল রাস্তার একপাশে। আরে বমি বন্ধ কর। এই ধর, পানি দিয়ে মুখ কুলকুল করে নে। পানির বোতলটা এগিয়ে দিল বিরু। নিসু মুখ কুলকুল করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। এই গোধূলি লগ্নে বাড়িটাকে কেমন ভুতুরে বাড়ির মত মনে হল। বাড়ির পিছনে ছোট খাটো একটা জঙ্গল নজরে এল। নিশ্চয়ই এর নাম জঙ্গল বাড়ি! মনে হচ্ছে এই বুঝি উড়ে আসবে হরর মুভির সেই রক্তপিপাসু বাদুর। বিরুর পিছনে এসে কাঁপা গলায় বলল নিসু। ঐ বাড়িতে ঢুকতে হবে। দেখতে হবে ব্যাপারটা কি? কোনো মানুষজনেরও সাড়া পাচ্ছি না। বিরু নাক চেপে বলল। কিন্তু বিরু,শুনলি না ঐ ছেলেগুলো কি বলল আমাদের এইদিকে আসতে দেখে? এইদিকে নাকি সন্ধ্যার পর কেউ তেমন আসে না। তাতে কি? কিন্তু আমরা যেহেতু এসেই পড়েছি,তাহলে দেখতে ক্ষতি কি? আর এমন গন্ধ কেন আসছে? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। বিরু ঘাড় বাঁকিয়ে পিছনে ঘুরে বলল। কিন্তু আমরা কেন যাবো? ঐ বাড়িগুলোতে কি মানুষ থাকে না? ওদের নাকে গন্ধ যাচ্ছে না? সামান্য দূরের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল নিসু। আরে মাথা মোটা, বাতাস তো ঐ বাড়িগুলোর দিক থেকেই আসছে। তাই গন্ধ ঐ দিকে যাবার প্রশ্নই উঠে না। আর ছেলেগুলো যে বলল, এই বাড়ির বুড়ো আর বুড়ির যন্ত্রণায় এইদিকে কেউ নাকি ফিরেও তাকায় না। বিরু বিরক্ত ভাবে বলল। তবে আমরা কেন বাহাদুরি করে ওখানে গন্ধে মরতে যাব? নিশ্চয়ই বুড়ো-বুড়ি মরে গেছে, আমি যাব না। বলেই ঘুরে দাঁড়ালো নিসু! দাঁড়া নিসু। যাসনে।

ছোট মামা জানলে দুজনকে চ্যাং-দোলা করে পিটাবে। আর কখনো গ্রামে নিয়ে আসবে না। বাড়ি চল। রাত হয়ে এল। আর এখন যদি বুড়ো-বুড়ির মৃতদেহ ফেলে চলে যাই তাহলে ঐ বুড়ো-বুড়ির ভূত রাতে তোর ঘাড় মটকাবে। এখন বল, কোনটা ভাল? ছোট মামা পিটালে তবুও বেঁচে থাকব, কিন্তু বুড়ো-বুড়ি ধরলে এই তের বছরেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে। নিসুর দিকে তাকিয়ে বলল বিরু। নিসু ডানে বামে তাকিয়ে দ্রুত বিরুর কাছে চলে এল। বিরু, সত্যিই কি বুড়ো-বুড়ি মরে গেছে? মুখ শুকনো করে জিজ্ঞেস করল নিসু। সে আবার বলতে! ১০০% গ্যারান্টি। বিরু সবজান্তার মত উত্তর দিল। আয় আমার সাথে। উপায় নেই। এখন একা ফিরেও যেতে পারবে না। সেই সাহস করা মানেই ভুতের সুস্বাদু খাদ্য হওয়া! কাজেই বিরুর পিছু নিল নিসু।

বাড়ির কাছে গিয়ে বিরু ফিসফিস করে বলল, চল বাড়ির পিছন দিক দিয়ে যাই। সামনের দিকে দরজা বন্ধ। পিছনের জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকা যায় কি না দেখি। ঘরে ঢুকবি? হুম। তবে ঢুকবি তুই। আমি বাইরে থাকব। অ্যাঁ,আঁতকে উঠল নিসু! আমি? তুই ঢুকবি ভিতরে, আমি না। দুর্বল প্রতিবাদ করল নিসু। আরে গাধা, তুই তো রোগা পাতলা, তাই জানালা দিয়ে তুই ঢুকতে পারবি। আমি তো স্বাস্থ্যবান। আমার শরীর ঢুকবে না। ও আল্লা, পাতলা হওয়ার সুবিধার পাশাপাশি এ কোন বিপদে ফেললে? মনে মনে নিজের গরিব স্বাস্থ্যকে অভিশাপ দিল নিসু। হে আল্লা, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে মোটা করে দিলে আমার জীবন বেঁচে যেত এই মটু বিরু আর বুড়ো-বুড়ির প্রেতাত্মাদের করাল থাবা থেকে। বিড়বিড় করে বলল নিসু। নে, আমার কাঁধে উঠে পড়। বাড়ির পিছনে এসে বিরু বলল। তোর কাঁধে? কেন? দেখছিস না জানালাটা উপরে। ভালোভাবে দেখা যাবে না। তুই আমার কাঁধে উঠে জানালাটা খোলার চেষ্টা করে দেখ। মনে হয় খোলা যাবে। বিরু, শুনতে পাচ্ছিস দূরে কুকুরগুলো কীভাবে ডাকছে? কেন পাবো না? আমি কি কানে কম শুনি নাকি? শুনেছি কুকুরেরা ভূতপ্রেতদের আগমন বুঝতে পারে, তাই বলছিলাম..... তা ঠিক, কিন্তু ভেবে দেখ তো, একবার যদি এই বাড়ির গন্ধের রহস্য উদঘাটন করতে পারি; তবে আমরা রাতারাতি হিরো হয়ে যাব রে! পত্রিকায় আমাদের ছবি আসবে। সাংবাদিকরা আমাদের কত সাক্ষাৎকার নিবে। তারপর দেখবি বড় বড় গোয়েন্দারা নিজেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। খুশিতে গদগদ হয়ে বলল বিরু। সেই সময় পর্যন্ত বাঁচলেই হল! তা ভয়কে দূর করবার সূরা কিছু জানিস? এই মুহূর্তে তো মনে পড়ছে না। নে, উঠে পড় আমার কাঁধে। বলেই পায়ের উপর ভর করে বসল বিরু। বিরু'র কাঁধের উপর দুই পা দিয়ে দেওয়াল ধরে ব্যালেন্স রাখল নিসু। দেওয়াল ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো বিরু। এইবার জানালাটা খোলার চেষ্টা কর।

নিসু কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিল জানালার দিকে। তারপর এদিক-ওদিক মৃদু ধাক্কা দিতে লাগল। নারে, এ তো খুলছে না বিরু। তাহলে বাইরের দিকে টেনে দেখ। হয়তো খুলতে পারে। অনেকদিন থেকে বন্ধ থাকা জানালা তো, খুলে যাবে। মহা পন্ডিতের বচনের মত শোনাল বিরুর কথাগুলো। জানালার বাড়তি কাঠ ধরে জোরে টান দিতেই মনে হল ভিতরটা নড়বড়ে। তাই নিসু আরো জোরে টান দিতেই জানালাটা খুলে গেল। আর সামনে মরিচা ধরা লোহার শিকগুলো প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রইল। খুলে গেছে বিরু....বলেই ওয়্যাক...শব্দ বের হয়ে এল নিসুর মুখ থেকে। ঘরের ভিতরে আটকে থাকা গন্ধটা বের হয়ে এল জানালা দিয়ে। খবরদার নিসু হাত ছাড়িস না, পড়ে যাবি। ঘরের ভিতরে দেখ, কিছু দেখা যায় কি না। এরই মধ্যে আকাশের বিরাট চাঁদখানা বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলোয় ঘরের ভিতরের কিছুটা অংশ হালকা দেখা যাচ্ছে। নিসু ভালোভাবে চোখ ঘুরাতেই... অ্যাঁ....অ্যাঁ...অ্যাঁ শব্দ করে উঠল। লাফ দিয়ে নেমে গেল বিরু'র কাঁধ থেকে...বিরু দৌড় দে, দৌড়.....বিরুকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিসু দৌঁড়াতে লাগল। পিছনে বিরুও ছুটতে লাগল,আরে দাঁড়া নিসু.... বেশ কিছু দূরে

এসে থামল নিসু। দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগল। বিরু এসে থামল নিসুর পাশে। একই ভাবে নিচু হয়ে হাঁপাচ্ছে বিরু। কি হল? কি দেখলি? দুইটা মরা বিড়াল! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিসু। বেশ আগেই মরেছে। মরা বিড়াল? এই মরা বিড়াল দেখে..... রেগে গিয়ে চোখ বড় করে নিসুর দিকে তাকাল বিরু। বিড়াল দুটো যেখানে মরেছে তার ঠিক সামনেই বুড়ো-বুড়ি বিরাট ছবি টাঙানো। সোজা তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। মনে হচ্ছিল এই বুঝি নেমে আসবে! নিচু হয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিসু। বিরু কিছু বলতে যাবে, তার আগেই বিরাট একটা ছায়া এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে!

নিসু ও বিরু নিচু হয়েই দুজনের মুখের দিকে তাকাল। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল নিসুর। বিরুর চোখেও ভয় দেখা দিল! আড় চোখে ডানে বামে তাকাল।

বিরু চোখ দিয়ে ডানদিকে দৌড় দিতে ইঙ্গিত করল নিসুকে। নিসু দৌড়... বলেই ডান দিকে ঘুরে গেল বিরু। সাথে সাথে নিসুও। কোথায় পালাবি নেংটী ইঁদুরের দল? সোজা হয়ে সামনের দিকে চোখ তুলে তাকা। ছায়া মূর্তি কথা বলে উঠল। থেমে গেল নিসু আর বিরু। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। মাটি থেকে চোখ তুলতে পারছে না কেউ। হা হা হা রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে হেসে উঠল ছায়া মূর্তি! তাকা আমার দিকে! নিসু সরে এসে বিরুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বিরু বাম হাত দিয়ে নিসুর হাত ধরল। বিড়বিড়িয়ে বলল, খোদা হাফেজ নিসু। ওপারে দেখা হবে ভাই আমার! নিসু যেন বোবা হয়ে গেল। কি রে তাকাবি না? নাকি যমদূত না দেখেই ওপারে চলে যাবি? ছায়া মূর্তির কঠিন ভাবে জিজ্ঞেস করল। মুখ তুলে তাকাল নিসু আর বিরু।

ছোট মামা তুমি? নিসু আর বিরু একসাথেই বলে উঠল। খুশিতে লাফিয়ে উঠল দুজনেই। বাড়ি চল! তারপর তোদের গোয়েন্দা বানাচ্ছি! এমন আর হবে না ছোট মামা। এবারের মত মাফ করে দাও। এই বিরু বলল না মামাকে, এমন আর হবে না।

হবে না কেন রে, একশো বার হবে। আগামীকালই তোদের অনেকগুলো গোয়েন্দার বই কিনে দিব। এমন সাহসের কাজ তোরা করবি না তো কে করবে? আমি তোদের গাইড করব এখন থেকে। বিরু অবাক হয়ে ছোট মামার দিকে তাকাল। সত্যি বলছ ছোট মামা? আমরাও তোমার মত অনেক বড় গোয়েন্দা হতে চাই ছোট মামা। বেশ তো! অবশ্যই হবি। আমার চেয়ে বড় গোয়েন্দা হবি তোরা। এখন বাড়ি চল তাড়াতাড়ি। তা না হলে যাদের জ্বালিয়ে এসেছিস, ওরা এসে ঘাড় মটকাবে। বলেই হা হা হা শব্দে হেসে উঠলেন গোয়েন্দা প্রধান রিজুয়ান আহমেদ।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

স্মৃতিতে অম্লান তোমরা

প্রয়াত মৌ গোমেজ

জন্ম : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

১৭তম মৃত্যু বার্ষিকীতে তোমাকে মনে পড়ে, যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে

অতি আদরের মা মৌ,

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই কষ্টেভরা বেদনার দিন ১২ জুন, যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিলে পরম পিতার কাছে। দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে গেলে। কি করে ভুলব তোমাকে? বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি করুণাময় পিতা পরমেশ্বর যেন স্বর্গের অনন্ত সুখ, শান্তি দান করেন তোমার আত্মার কল্যাণে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ (আন্টি)
বাবা : রমেশ গোমেজ
মা : কাকলী গোমেজ

প্রয়াত রবিন গোমেজ

জন্ম : ২১ জানুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৯ জুন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

বাবা,

দেখতে দেখতে ২৯টি বছর কেটে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে স্থান করে নিয়েছ। আজও আমরা বেদনাবিধুর হৃদয়ে তোমাকে স্মরণ করছি বাবা। স্মৃতির মণিকোঠায় জমানো তোমার স্মৃতিগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের কাঁদায়। তুমি যে আমাদের মাঝে নেই, এই নির্মম সত্যটি মেনে নিতে এখনো বড়ই কষ্ট হয় বাবা। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা অনুভব করি। তোমার স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে সারা জীবন তোমার আদরের সন্তানদের হৃদয়ে। তোমাকে আমরা কোনদিন ভুলব না বাবা। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণপূর্বক সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করি।

সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ
ঢাকা

বিজ্ঞ/১২৯/২৪

নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিনন্দন

লোকসভা নির্বাচনে জয় পাওয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার (৪ জুন) এক বার্তায় মোদিকে অভিনন্দন জানান। অভিনন্দন বার্তায় নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লেখেন, '১৮তম লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের (এনডিএ) জয়ে বাংলাদেশের জনগণ এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন।'

চিঠিতে আরো লেখা হয়, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতা হিসেবে আপনি ভারতের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। আপনার বিজয় ভারতের জনগণের, আপনার নেতৃত্ব, প্রতিশ্রুতি এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের প্রতি আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সব ক্ষেত্রেই অব্যাহত থাকবে।' ভারতের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে বাংলাদেশ দুই দেশের জনগণের উন্নয়নের পাশাপাশি একটি সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ অঞ্চলের জন্য একসাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করা হয় চিঠিতে।

মঙ্গলবার ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন ও গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২৮৬ আসন পেয়েছে। ইন্ডিয়া জোট পেয়েছে ২০২টি আসন। বিজেপি একা সরকার গঠনের জন্য ২৭২টি আসন পায়নি। দলটি পেয়েছে ২৪০ আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ৯৯টি। নরেন্দ্র মোদি টানা তৃতীয় দফায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৮ জুন শপথ নিতে পারেন। সূত্রের বরাত দিয়ে ইন্ডিয়া টুডে এ তথ্য জানিয়েছে। সরকার গঠনের জন্য দরকার ২৭২ আসন। ফলে দলটি এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। সরকার গঠনের জন্য জোটের ওপর নির্ভর করতে হবে। বর্তমান লোকসভার মেয়াদ ১৬ জুন শেষ হবে। সূত্র জানিয়েছে, সরকার গঠনের বিষয়ে মিত্ররা ইতিমধ্যে বিজেপির কাছে দাবিদাওয়া পাঠাতে শুরু করেছে।

নতুন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আগাম মন্তব্য করতে রাজি নয় যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশকে একটি খ্রিস্টান দেশ বানানোর ষড়যন্ত্র এবং দেশে একটি বিদেশি রাষ্ট্রের বিমানঘাঁটি স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, তিনি জানেন না ঠিক কাদের ইঙ্গিত করে এই মন্তব্য করা হয়েছে। তবে তা যদি যুক্তরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করে করা হয়ে থাকে তা সত্য নয়।

মঙ্গলবার (৪ জুন) নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এ তথ্য জানান। স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক জানতে চান, বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি দাবি করেছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি কোনো চাপ ছাড়াই ক্ষমতায় থাকতে পারবেন যদি তিনি একটি বিদেশি দেশকে বঙ্গোপসাগরে বিমানঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দেন।

বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি বানিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের একটি অংশ নিয়ে পূর্ব তিমুরের মতো খ্রিস্টান দেশ বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে। শেখ হাসিনা কী এসব অভিযোগের তীর যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই ছুড়ছেন? কারণ, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন, আইনের শাসন এবং দুর্নীতি দমন নিয়ে অব্যাহতভাবে আহ্বান জানিয়ে আসছে। জবাবে মিলার বলেন, 'আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে এই মন্তব্যগুলো কাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে। কিন্তু যদি এসব কথা প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করে বলা হয়, তাহলে আমি শুধু বলব, এগুলো সঠিক নয়। নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান মুখপাত্র জানান, নিষেধাজ্ঞা আরোপ নিয়ে আগাম মন্তব্য করবেন না।

তথ্যসূত্র:কালের কণ্ঠ

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

সূত্র: উখ্রীবসসলি: প্রঃ/২০২৪-২৫/১৩০
তারিখ : ১লা জুন, ২০২৪ খ্রিঃ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বিগত ২৯ শে মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত 'উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ' এর ব্যবস্থাপনা পরিষদ, ঋণদান ও পর্যবেক্ষণ কমিটির মাসিক যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তরবঙ্গ সমিতির জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে কর্মী নিয়োগ করতে যাচ্ছে এবং সে মোতাবেক উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বসবাসরত খ্রিষ্টান বিভিন্ন মণ্ডলীর যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	বেতন-ভাতাদি	
					প্রবেশন পিরিয়ড	স্থায়ী হলে প্রাথমিক
০১.	অফিস এটেনডেন্ট-কাম পিয়ন	০১ টি	এসএসসি/ এইচএসসি	নূন্যতম ১ বছর	১০,০০০ টাকা	১২,৬০০ টাকা
০২.	ছাত্র প্রকল্প (পার্ট টাইম) কর্মী	০২ টি	কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী		আলোচনা সাপেক্ষে	

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে স্বহস্তে লিখিত এবং দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তির (স্থানীয় পাল-পুরোহিত/পালক বাধ্যতামূলক) রেফারেন্স দিয়ে আবেদন করতে হবে।
২. আবেদনপত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি জমা দিতে হবে।
৩. বয়স : ১ নং পদে কমপক্ষে ২৫ বছর হতে হবে, ঊর্ধ্বে ৪০ বছর।
৪. ১ নং পদে ছয় মাস প্রবেশন পিরিয়ড সম্পন্নের পর চাকুরী নিয়মিত হলে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি (প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, উৎসব ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাসহ) প্রদান করা হবে।
৫. ২ নং পদের প্রার্থীদের (ফার্মগেট ও নাখালপাড়া) ঢাকায় যেকোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত (চলতি) ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে।
৬. প্রার্থীকে সামাজিক নেতৃত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে অন্যের সঙ্গে কাজ করার মানসিকতা গ্রহণ করতে হবে।
৭. সর্বোপরি কর্মদক্ষতা ও প্রয়োজনে এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ১৫ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বন্ধখামে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে-

বরাবর,
চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি
উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা)
৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫।

বিঃ দ্রঃ কোন প্রকার ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

বিপ্র/ ১৩০ /২৪

JOB VACANCY ANNOUNCEMENT

Fida International Bangladesh is a registered INGO working in Bangladesh since 2010. It is funded by the Fida International Finland. Our main goals and objectives are to work for the disadvantaged slum dwellers, poor and needy people in the field of health, education and economic sustainable development. Most of our activities are in urban based areas in Dhaka district, Bangladesh.

We would like to hire an Assistant Accountant under the Fida International Bangladesh. The applicant should have knowledge in MS Word, MS Excel, MS Power Point and Motorcycle driving experience with valid driving license from the BRTA. His salary will be as per the salary scale of Fida International Bangladesh.

Applications are invited from the experienced Bangladeshi citizen as follow positions:

Name of Post	Positions	Responsible to	Qualifications	Experiences	Age Limit
Asst. Accountant	01	FIB Finance Manager	M.Com and major in Accounting/Finance	3-5 years	25-35 years

Interested candidates are hereby requested to submit their application along with their CV on or before **23 June 2024.** Please apply with your recent Passport size photograph, National ID's photocopy, Mobile Phone number and a recommendation letter needed from your Church Pastor/ Priest and former employers. Please write the position's name on the top of the envelope.

Please note that Fida International Bangladesh authority retains the right to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the above requirements.
Mail your application to:

The Executive Director
Fida International Bangladesh
346 East Padardia
Satarkul Road
North Badda, Dhaka -2941
B A N G L A D E S H
E-mail: rupali.boidya@fida.fi

Dated: 29.05.2024

বিজ্ঞ/ ১২৮ /২৪

ছোট কিন্তু তুচ্ছ নয়

একসময় স্বর্গদূত এসে অতি মূল্যবান রত্ন এক রাজাকে উপহার হিসেবে দিলেন। রত্নটি সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। সে তার গলায় সোনার সুতো দিয়ে রত্নটি পরার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই তিনি তার মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, রত্নটির দুপাশে দুটি গর্তের মধ্য দিয়ে যেন একটি সোনার সুতা ঢোকানো হয়। মন্ত্রী কাজটি করার চেষ্টা করেও সফল হলোনা। তাই সে অন্য আরেকজনকে কাজটি করতে দিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিও ব্যর্থ হলেন। এইভাবে অনেকে রত্নটিতে সোনার সুতো বাধার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কেউই পারলনা। রাজা খুবই হতাশ হলেন। এবার রাজা নিজেই এক ঋষির কাছে গেলেন। এই জ্ঞানী ব্যক্তিকে রাজা জিজ্ঞেস করলেন কেন সুতোটি রত্নের মধ্যদিয়ে পার হয়ে যেতে পারেনা? তিনি আরো জানতে চাইলেন কেন এটা কেউ করতে পারছেনা। রাজার কথা শুনে ঋষি নিবিড়ভাবে রত্নের দিকে তাকালেন, এরপর সোনার সুতো আটকে যাওয়ার ব্যাপারটি সে বুঝতে পেরে রাজাকে বললেন, "এই রত্নে দুটি গর্ত ঠিক বিপরীত, বাঁকা আছে। গর্ত দুটি সোজা সোজা থাকতে হবে যা একপাশ থেকে আরেক পাশে সুতোগুলি পার হবে।" রাজা তাকে বললেন যে, এমন একজনকে খুঁজতে যে তাকে এই কাজটি করে দিতে পারবে এবং এর বিনিময়ে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। রাজার কথা শুনে ঋষি হাসলেন, এবং বললেন "আপনি মনে করেন এই কাজটি কেবল মাত্র একজন মানুষই করতে পারে, কিন্তু মানুষের চেয়ে আরও দক্ষ অন্য কেউ আছে।" রাজা বললেন তাদেরকে এই কাজটি করে দিতে, আর তিনি তাদের অনেক টাকা দেবেন। ঋষি বললেন টাকা দিয়ে কোনো লাভ হবেনা, এই বলে সে একটি পাত্রে করে মধু নিয়ে আসলেন। রাজা কৌতুহল হয়ে দেখছিল ঋষি কি করছে। রত্নের মধ্যে যে গর্ত আছে এবং সোনার সুতোর একপ্রান্তে সে মধু মাখিয়ে ঘরের এক কোণায় যেখানে পিঁপড়ে দেখা যাচ্ছিল সেখানে রেখে দিল। মধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পিঁপড়ে গুলো সঙ্গে সঙ্গে রত্নের দিকে হামাগুড়ি দিতে লাগল। সোনার সুতোর বিপরীত দিকে গর্তটি খুঁজে পেয়ে তারা এতে হামাগুড়ি দিতে লাগল। তারা মধু খেয়ে ভিতরের গর্তের দিকে ঢুকতে লাগল কারন সোনার সুতো যেখানে আটকে ছিল সেখানে মধু মাখানো ছিল তাই তারা মধুর কারনে সুতোটিকে ধরে টানতে শুরু করল একেবারে শেষ পর্যন্ত সুতোটি অন্য প্রান্তে বেরিয়ে আসল। রাজা অবাক হয়ে এইসব দেখছিলেন। তিনি অনেক খুশি হলেন এবং ঋষিকে তার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু ঋষি বললেন ছোট পিঁপড়াদেরকে ধন্যবাদ দিতে কারণ তারা করেছে এই কাজ যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মনে রাখবে, ক্ষমতা শুধু মানুষের নয়, ঈশ্বর ছোট বড় সবাইকে ও সকল প্রাণী, প্রকৃতিকেও ক্ষমতা দিয়েছেন। এমন কিছু জিনিস আছে যা বোকারা করতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমানরাও পারেনা। তাই কাউকে অবহেলা করতে হয়না, ছোট-বড়, বোকা, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী সবাইকে ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলময়তা দিয়েছেন।।

মূল রচনা : (More jataka tales)

অনুবাদ : সিস্টার অলি তজু এসসি

চিন্তা বাবুর ভাবনা

ছনি মজেছ

চিন্তা বাবুর মাথা জুড়ে,
বড় বড় সব ভাবনা;
দেশটা যে যাচ্ছে গোল্লায়,
সময় নষ্ট আর না।
কিছু একটা করতে হবে,
এখনই করা দরকার;
প্যালান করে-প্রজেক্ট ধরে,
কাগজে কলমে একাকার।
উদ্ভ্রান্ত চোখে-মুখে,
চায়ের দোকানে নিত্যদিন;
দেশের খবর কে রাখে আর,
চিন্তা বাবুর খবর নিন।
পুরোনো সব খবর কাগজ,
সাথে আছে ম্যাগাজিন;
দেশটা যে যচ্ছে গোল্লায়,
তারই টেনশণে সারাদিন।
গ্রীষ্ম গেলো-বর্ষা গেলো,
হেমন্তের পর শীতকাল;
বছর ঘুড়ে ব্যর্থ সবাই,
বাবু একাই করে দেখ-ভাল।
বছর বছর এম পি আসে,
মন্ত্রীরা ভাই চমৎকার;
চিন্তা বাবু আক্ষেপ করে,
তাহলে ভাই দেশটা কার?
মিটিং মিছিল অনেক হলো,
এখনও শোনে বক্তৃতা;
কাজের কাজ কেউ করেনা,
সবাই দেখায় চন্দ্রিমা।
বার বার তার প্রস্তুতি সব,
যায় কেন যে ভেস্তে ;
মাঠে নামবে একাই এবার,
নিয়ে লাঠি আর কাস্তে।
নমিনেশণ আর মার্কা নিয়ে,
চলছে সবার মাঠ গড়ম;
চিন্তা বাবু একাই লড়ছে,
লাগেনা আর লাজ শরম।
ফলাফল যাই আসুক ভাই,
নেই তাতে আর ভাবনা;
দেশটা যে যাচ্ছে গোল্লায়,
চেয়ারটাই যে সব না।
লেবাস গায়ে-গলায় মালা,
নিজেই নিজের সরকার;
দেশ বাঁচাতে আর কারো নয়,
চিন্তা বাবুরই দরকার।

চট্টগ্রামে ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে শিশু সুরক্ষা/সেইফগার্ডিং, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিষয়ক সেমিনার

ড্যানিয়েল ছিপু গোমেজ : গত ২৪ ও ২৫ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ আর্চবিশপ হাউস-এর হলরুমে শিশু সুরক্ষা/সেইফগার্ডিং, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নৈতিক মূল্যবোধের উপর দুইদিন ব্যাপি সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স, ফাদার ড. লিটন হিউবার্ট গোমেজ, সিস্টার মেরি তপোতি, এসএমআরএ, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক- মি: মার্সেল রতন গুদা, মি: মানিক উইলভার ডি'কস্তা, মি: ক্রিস্টোফার কুইয়া এবং মি: ড্যানিয়েল ছিপু গোমেজ। দুই দিনব্যাপী সেমিনার ও প্রশিক্ষণে ৪৫ জন শিক্ষক ও ২৫ জন এনজিও/যুব প্রতিনিধি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানটি চট্টগ্রামে ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ এবং কারিতাস বাংলাদেশ-এর যৌথ সহযোগিতায় তিনটি বিষয় (শিশু সুরক্ষা/সেইফগার্ডিং, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নৈতিক মূল্যবোধ)-এর উপর অংশগ্রহণমূলক প্রানবন্ত আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন, দলীয় কাজসহ শিক্ষনীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে প্রতিপালিকা সাধ্বী রীতা'র পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার উত্তম রোজারিও: গত ২৪ মে শুক্রবার রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে মহাসমারোহে প্রতিপালিকা সাধ্বী রীতা'র পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। এ দিন সকাল ৮ টায় ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ব্লক/গ্রাম থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণ দলে দলে সাধ্বী রীতার প্রতিমূর্তিতে পুষ্পমাল্য ও উপহার সামগ্রী প্রদান করে অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে। সাধ্বী রীতার প্রতিমূর্তিতে ভক্তি নিবেদন শেষে সবাই পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রমনা সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মিল্টন রোজারিও। উপদেশে তিনি বলেন, প্রতিপালিকা সাধ্বী রীতা আমাদের সকলের জন্যই আদর্শস্বরূপ। সাধ্বী রীতার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, ছোটবেলা থেকেই আমাদের ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় জীবনাহ্বানে সাড়াদানের জন্য প্রস্তুত করতে হবে এবং আমাদের পরিবারগুলোর মায়েরা বা স্ত্রীরা যেন সাধ্বী রীতার মতোই ধৈর্য্যশীল ও প্রার্থনাশীল হয়ে পরিবারের সকলের যত্ন করেন। তিনি আরো বলেন যে, সাধ্বী রীতার মতো আমাদের মায়েরা যেন সন্তানদের পাপের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং সুপথে পরিচালিত করেন।

খ্রিস্টযাগে মোট ২৮ জন ছেলে-মেয়ে ১ম খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগের পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের খ্রিস্টভক্তগণ। উল্লেখ্য যে, পর্বোৎসবের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য পর্বের আগে মোট ৯ দিন যাবৎ নভেনা, খ্রিস্টযাগ ও পাপস্বীকার সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয় এবং পর্বোৎসবের আগের দিন সন্ধ্যায় খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণে আলোর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে সর্বমোট প্রায় ১০০০ জন খ্রিস্টভক্ত, ১২ জন সিস্টার ও ০৯ জন যাজক অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহী মুক্তিদাতা হাই স্কুলে অভিভাবক সমাবেশ ২০২৪

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন: ৩১ মে, শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে মুক্তিদাতা হাই স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডীর সভাপতিত্বে ও শিক্ষিকা সুরভী রোজারিওর সঞ্চালনায় অভিভাবক সমাবেশ ২০২৪ এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বাবলু সি কোড়াইয়া।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সহকারি শিক্ষিকা মনিকা বাড়ৈ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রাইমারী শাখার পক্ষে গত পাঁচ মাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষিকা মিসেস সবিতা মারান্ডী। একই ভাবে মাধ্যমিক শাখার পক্ষে সহকারী শিক্ষক মো: রফিকুল ইসলাম এবং মি. বিনয় দাস শৃঙ্খলা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্যের শেষে সরাসরি উন্মুক্ত আলোচনা হয়। যেখানে প্রায় ২০০ জন অভিভাবকের উপস্থিতিতে অভিভাবক সমাবেশ হয়। এরপরে প্রধান অতিথি ফাদার বাবলু সি কোড়াইয়া বলেন, এক জন শিক্ষার্থীর জীবনে তার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ত্রিমুখী ব্যবস্থাপনা একান্ত ভাবে গুরুত্ব বহন করে। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের যৌথ সমন্বয়ে একজন শিক্ষার্থীর জীবনে পরিবর্তন ঘটবে। পিতা-মাতা হিসেবে আদর্শ পিতা-মাতা হবে সন্তানকে সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে। পিতা-মাতার পাশাপাশি শিক্ষকমণ্ডলীরও ভূমিকা অনেক। প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী অভিভাবকদের প্রশংসা করে বলেন যে, আপনারা অনেক সচেতন অভিভাবক। সন্তানের মঙ্গল কামনায় অনেক ত্যাগস্বীকার করেন। পাশাপাশি তিনি শিক্ষকদেরও শিক্ষার্থীদের প্রতি আরো দায়িত্বশীল ও মনোযোগি হতে উৎসাহ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী হিসেবে ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন অভিভাবকের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমি শিক্ষার্থীদের প্রতি অনেক পজেটিভ। শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা দিয়ে তাদের একজন মানবিক মানুষ হিসেবে মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। সকল অভিভাবক যেন নিজ নিজ সন্তানদের পরিবারে যত্ন নেন তাহলেই ত্রিমুখী সমন্বয়ে একটা ভালো ফলাফল হবে। সকল সহযোগিতার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

বক্তব্যের শেষে অভিভাবকরা তাদের সন্তানের মূল্যায়নের ফলাফল শ্রেণী শিক্ষকের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধের উপর সেমিনার

আগষ্টিন সুবাস পিউরীফিকেশন: গত ২৪ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের শিক্ষা কমিটির উদ্যোগে ধর্মপল্লীর মাদার তেরেজা ভবনের হলরুমে 'খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধ' এর উপর শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধদিবস ব্যাপি এই সেমিনারে চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ৭০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রার্থনা ও বাইবেলে পাঠের মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু হয়। শিক্ষা উপকমিটির আহ্বায়ক মি. উইলিয়াম রনি গমেজ সেমিনারে আগত সকলকে শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানান। সেমিনারের মূলবক্তা হিসেবে নির্ধারিত বিষয়ের উপর তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ বলেন, "যিশু খ্রিস্টের সাথে সম্পর্ক রেখে তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করাই হলো খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার মূলকথা। পাল-পুরোহিত দশ আজ্ঞা ও অষ্টকল্যাণ বাণীর আলোকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাষায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।" এছাড়া বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় 'মূল্যবোধের গুরুত্ব' এবং 'শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 'বিষয়ে সহভাগিতা করেন যথাক্রমে পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারি মি.আগষ্টিন সুবাস পিউরীফিকেশন ও শিক্ষিকা মিসেস সংগীতা রড্রিকস। শিক্ষা উপকমিটির সদস্য অর্জনা সাংমার ধন্যবাদমূলক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ হয়। শেষে সবাই টিফিন গ্রহণ করে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যায়।

রাজশাহী হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজ্ঞানমেলা, বিতর্ক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৪

হিলারিউস মুরমু: "সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: আগামীর উন্নত বিশ্ব গড়ার দেবে গতি।" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজশাহীর হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজে তিন দিনব্যাপি বিজ্ঞানমেলা, বিতর্ক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, হস্তশিল্প (কারুকলা) প্রতিযোগিতা-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয় ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু সিএসসি'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট গণিতবিদ সুব্রত কুমার মজুমদার অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. হরি প্রসাদ সিংহ, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফাদার উইলিয়াম মুরমু, সদস্য, ম্যানেজিং কমিটি। প্রথম শ্রেণি হতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উপস্থাপনায় মোট ৫৫টি প্রজেক্ট, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১৬ টি বিভাগে ৪৮টি বিষয়, কারুকলা প্রদর্শনীতে ৪টি হাতের কাজ এবং বিতর্ক বিভাগে বারোয়ারি বিতর্ক প্রদর্শিত হয়। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানে ২টি স্টল অংশগ্রহন করে। অনুষ্ঠানসূচির প্রথমেই ছিল জাতীয় সংগীত, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও অতিথি বরণ। এরপর ছিল বক্তব্য পর্ব। শুরুতেই বক্তব্য রাখেন, বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথি। প্রধান অতিথী তাঁর বক্তব্যে হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা এবং শিক্ষার চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। পরে হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী'র আয়োজনে বিজ্ঞানমেলা, বিতর্ক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, হস্তশিল্প (কারুকলা) প্রতিযোগিতা-২০২৪" শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১ জুন, পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব শফিকুর রহমান বাদশা, মাননীয় সংসদ সদস্য, সংসদীয় আসন-৫৩, রাজশাহী-২ বলেন বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চর্চা আধুনিকতার দরজা খুলে দেয়। তাই প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা দিতে পারলে প্রতিভার বিকাশ ঘটবে।

মেরিল্যান্ডে লক্ষ্মীবাজার পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লীর প্রবাসীদের মিলন মেলা- ২০২৪

যোসেফ কিশোর গমেজ: গত ২৬ শে মে আমেরিকার অঙ্গরাজ্য মেরিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হলো পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজার পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লীর প্রাক্তন খ্রিস্টভক্তদের এক মহা মিলন মেলা। তিন শতাধিক অতিথির আগমনে এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল এক মহা মিলন উৎসব। জর্জিয়া, মেরীল্যান্ড, ইলিনয়, মিনিসটা, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, নর্থ কারোলিনা, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ছাড়াও সুদূর কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে লক্ষ্মীবাজারের প্রাক্তন খ্রিস্টভক্তরা এতে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে কানাডা এবং আমেরিকায় বসবাসকারী কমবেশি ৫০০ জন সেই এলাকা থেকে এসেছে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় বাংলায় খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে। এরপর বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নাচ, কবিতা, কৌতুক ও ব্যান্ডসঙ্গীত সবাই খুব উপভোগ করে। এই মিলন মেলা উপলক্ষে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। অতিথিরা তাদের বাকি জীবনের জন্য এই অনুষ্ঠানটি মনে রাখবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। অতিথিরা ঘরে যাওয়ার আগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এবং অনুরোধ করেন যেন এইরকম অনুষ্ঠান আবার হয়।

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৩-২০২৪/৮২৭ তারিখ ঃ ০৪ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর ডিসি ছাত্রী হোস্টেল (নদ্দা ও মনিপুরিপাড়া) এবং শুলপুর সেবাকেন্দ্রের এর জন্য নিম্নলিখিত পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	হোষ্টেল সুপারইনটেনডেন্ট (ঢাকা ক্রেডিট নারী হোষ্টেল, নদ্দা)	০১	অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর	নারী	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ডিগ্রি পাশ হতে হবে। হোষ্টেলে সার্বক্ষনিক অবস্থান করতে হবে এবং রাত্রিযাপন বাধ্যতামূলক। - হোষ্টেল পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। - সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা সিথিল যোগ্য।
০২	সহকারী হোষ্টেল সুপারইনটেনডেন্ট (ঢাকা ক্রেডিট ছাত্রী হোষ্টেল, মনিপুরিপাড়া)	০১	অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর	নারী	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ডিগ্রি পাশ হতে হবে। হোষ্টেলে সার্বক্ষনিক অবস্থান করতে হবে এবং রাত্রিযাপন বাধ্যতামূলক। - হোষ্টেল পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। - সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা সিথিল যোগ্য।
০৩	পিয়ন কাম ক্লিনার (শুলপুর সেবাকেন্দ্র)	০১	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শর্তাবলীঃ-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভাল ভাবে চেনেন)।

০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

০৪। চারিত্রিক সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটো কপি সংযুক্ত করতে হবে।

০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী, ভাল ব্যবহার এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

০৬। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

০৭। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

০৮। এই নিয়োগবিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

০৯। আবেদনপত্র আগামী ১৫ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

১০। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদন পত্র পাঠানোর ঠিকানা
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

বিজ্ঞ/১৩৪/২৪

সূত্র নং ঃ সিসিসিইউএল/সেক্রেটারি/২০২৪/০১/৪৩৪ তারিখ : ০৩ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

২০২৪-এর জুন মাসের কালেকশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা"-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, জুন মাস আর্থিক বছরের শেষ মাস বিধায় সমিতির প্রধান কার্যালয়সহ সকল সেবাকেন্দ্র ও কালেকশন বুথসমূহ আগামী ২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কালেকশন কার্যক্রম পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অতএব, সম্মানিত সকল সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ ও দিনের মধ্যে সকল প্রকার লেনদেন সম্পন্ন করার জন্যে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,
মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ
০১। প্রেসিডেন্ট/ভাইস-প্রেসিডেন্ট/ট্রেজারার/চেয়ারম্যান-ক্রেডিট ও সুপারভাইজরি কমিটি
০২। সিইও/চিফ অফিসারবৃন্দ/সকল সেবাকেন্দ্র ও ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার/ইনচার্জ
০৩। **নোটিশ বোর্ড –** প্রধান কার্যালয় ও সেবাকেন্দ্র এবং কালেকশন বুথসমূহ/ওয়েব-সাইট।

বিজ্ঞ/ ১৩২ /২৪

ইউরোপের দেশ সার্বিয়াতে Work Permit Visa

সার্বিয়াতে ১০০ Work Permit ভিসা করবার সুযোগ এখন আমাদের হাতে।

কাজের ধরণঃ ১) **নির্মাণ কোম্পানীতে সহকারী কর্মী**
২) **কিছু সংখ্যক হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট কর্মী**
বয়স: ২০-৪৫ বছর
বাড়তি উপার্জনঃ ওভার টাইম কাজের সুযোগ
মাসিক বেতনঃ ৪০,০০০/-৫০,০০০/ টাকা
প্রসেসিং সময়ঃ ৪-৬ মাস।
থাকা ও খাওয়াঃ কোম্পানী বহন করবে।
স্বাস্থ্য বিমাঃ কোম্পানী বহন করবে।
কাজের প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদঃ দুই বছর, তবে নবায়ন যোগ্য থাকবে।
মোট খরচঃ ৮,৫০,০০০/ (আট লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)

ইউরোপে গ্যারান্টেড ভিজিট ভিসা
বয়স : নূন্যতম ৩০ বছর হতে হবে।
NO VISA-NO PAYMENT BASIS

* কোম্পানী রেসিডেন্স কার্ড বের করে দেবে। রেসিডেন্স কার্ড পাবার পর সেনজেন দেশ সমূহসহ গোটা ইউরোপে বেড়ানোর অবারিত সুযোগ। **সুযোগটি সীমিত সময়ের জন্য।**

আবেদনের চূড়ান্ত সময়ঃ ২৭ জুন, ২০২৪ খ্রি.

প্রয়োজনীয় কাগজঃ পাসপোর্ট ও সাম্প্রতিক ছবি (৩৫/৪৫ মিলিমিটার)।ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু হবার পর পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগবে।
আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
বি.দ্র.: যথারীতি বিদেশে পড়াশোনা ও ভিজিট ভিসা প্রসেসিং করবার সুযোগ অব্যাহত আছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS
Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
+88 01894-767125
+88 01911-052103
globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/ ১৩৩ /২৪

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!

ডিভাইন মার্সি নার্সিং ইনস্টিটিউট

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত এবং স্বনামধন্য ঢাকা ক্রেডিট কর্তৃক পরিচালিত।

০৩ বছর কোর্সঃ

ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ০৩ বছর।

ভর্তির যোগ্যতাঃ

- প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
- বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

ভর্তি ফরম সংগ্রহ ও জমাদানঃ

- সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ৮:০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত
- ৫০০/- (অফেরৎ যোগ্য) টাকার বিনিময়ে অফিস থেকে ফরম সংগ্রহ করা এবং জমা দেয়া যাবে।

আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্তঃ

- জন্ম সনদ / জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি।
- সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
- বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রিন্ট কপি।

বিস্তারিত জানতে
০১৭১৫০২৬৯০৫
০১৭২০৯৫৮১৬০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

ডিভাইন মার্সি নার্সিং ইনস্টিটিউট

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ, মঠবাড়ী, উলুখোলা, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৩৬/২৪

Nayanagor Christian Co-operative Credit Union Ltd.

Estd. 1992, Reg. No. 71/98, Ka-47/1, Nadda, Gulshan, Dhaka-1212

Post : **Project Engineer (Civil)**
Vacancy : 01

Requirements:

Project Engineer Qualifications:

- Degree in BSC Engineering (Civil).
- Expertise to Demonstrate commercial projects.
- Excellent communications skills required for interaction with vendors, designers, consultants, and clients.
- Exposure to MS Office (Word, Excel, Project) AutoCAD

Project Engineer Responsibilities:

- Coordinate with project Consultant, Contractor, BoD and site personnel.
- May be responsible for bid analysis, constructability reviews, and permit processing.
- Inspect all work to assure compliance with plans and specifications.
- Offer technical information to project supervisor to ensure work complies with applicable codes, drawings, and specifications.
- Monitor and track project quality control metrics and activities on a regular basis, provide timely and accurate quality reports, and raise issues to CEO as appropriate.
- Maintain project materials inventory.
- Plan, organize and follow-up project construction from conception to completion.

Additional Requirements:

- Age 28 to 40 years
- The applicants should have minimum 5 to 8 years experience in the following business area(s): Real Estate / Building Construction.
- Should have good knowledge in Drawing, Design, and Estimation & Costing.
- Should be honest, capable & trustworthy.

Type of Job:

- Contractual

Salary

- Negotiable

If you think, you're the right person to apply for the post, please send your resume to the address below or **Email** us at **ncccul@gmail.com** by **20th June 2024**.

To,
The President / Secretary
Nayanagor Chrsitian Co-operative Credit Union Ltd.
Ka-47/1, Nadda, Gulshan, Dhaka-1212.

Subhajit Sangma
Secretary
Management Committee

বিজ্ঞ/ ১৩১ /২৪

মাউছাইদ ধর্মপল্লীর নব নির্মিত গীর্জা উদ্বোধন ও প্রতিপালক সাধু আগস্টিনের পর্ব উদ্‌যাপন

মাউছাইদ ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আগামী ১৪ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার মাউছাইদ ধর্মপল্লীর নব নির্মিত গীর্জা উদ্বোধন, আশীর্বাদ ও প্রিয় প্রতিপালক ক্যান্টারবারীর সাধু আগস্টিনের পর্ব পালন করা হবে। উক্ত দিনে মহা খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করবেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও এবং সঙ্গে থাকবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুশ, ও এম আই এবং পোপের প্রতিনিধি মহামান্য আর্চবিশপ কেভিন র‍্যান্ডাল।

উক্ত দিনের মহা খ্রিস্টযাগে আপনাদের সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। মহান সাধু আগস্টিন আমাদের সবাইকে তাঁর আশিষদানে ধন্য করুন।

পর্বীয় শুভেচ্ছা দান - ৫০০ টাকা।
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য- ২০০ টাকা।

অনুষ্ঠান সূচী

উদ্বোধন ও পর্বীয় খ্রিষ্টযাগ: ১৪ জুন, শুক্রবার।
খ্রিস্টযাগের সময় সূচী সকাল: ৯ ঘটিকা।

ধন্যবাদান্তে-
ফাদার ডমিনিক রোজারিও
পাল-পুরোহিত
ও
পালকীয় পরিষদ
মাউছাইদ ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/১২৫/২৪

তুমিলিয়া গির্জার প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২১ শে জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পর্ব মহা-আড়ম্বরের সাথে উদযাপন করা হবে। পর্বের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসেবে ১২ জুন হতে নভেনা আরম্ভ হবে। এই আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিতে সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীকে স্বাগতম জানাই। এছাড়াও দেশ-বিদেশের সকল ভক্ত-বিশ্বাসী ভাই বোনদের উক্ত পর্বে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এই পবিত্র পর্বে যারা পর্বকর্তা হতে আগ্রহী তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ও খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০/-(দুইশত) টাকা মাত্র ।

আসুন দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের মধ্যস্থতায় আমরা ঈশ্বরের আশীবাদ লাভ করি।

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ
১২ জুন হতে ১৯জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২০ জুন শুধু সকালে নভেনা
সময়: সকাল ৬:১৫ মি. এবং
বিকাল ৪:৩০ মি.

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
২১ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
সকাল: ৬:৩০ মি. এবং
৯:০০ মি.

ধন্যবাদান্তে
ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ
পাল-পুরোহিত ও পালকীয় পরিষদ
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

বি.দ্র.: আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আমাদের প্রিয় তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে কিছু সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন। এই কাজকে তরান্বিত করার জন্য আপনাদের উদার সাহায্য কামনা করছি।

বিজ্ঞ/১২৬/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 21
Regd. No. DA-33
❖ 9 - 15 June, 2024, ২৬ জ্যৈষ্ঠ - ১ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

মা-মণি অন্তরে তুমি আছো চিরদিন

যিশু বললেন, "আমি পুনরুত্থান ও জীবন।
যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকবে।" (যোহন ১১: ২৫)

মা তুমি এসেছিলে এ ধরণীতে
চলে গেছো ফিরে
চির শান্তির নীড়ে।
রেখে গেছো সুখ-দুঃখের
স্মৃতিগুলো যা আজও
আমাদের অন্তর কাঁদায়।

জন্ম: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বালিডিওর, গোল্লা মিশন

স্বর্গীয়া ভেরোনিকা প্রমিলা গোমেজ-এর
চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্নেহময়ী মা,

স্মৃতির পাতায় তোমাকে হারানোর আরও চারটি বছর যোগ হলো - যা কোনভাবেই ভুলবার নয়। মা তুমি আজো বেঁচে আছো আমাদের প্রতিটি হৃদয়ে। প্রতিমুহূর্তে আমরা তোমার শূন্যতা অনুভব করি। মা- তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও আদর্শ, দরিদ্র মানুষের প্রতি তোমার উদারতা ও মমত্ববোধ কোনদিন ভুলতে পারবো না। মা মণি তোমার প্রতি রইলো আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা।

মা আজ তোমার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তোমাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। স্বর্গীয় ঈশ্বর, তুমি আমাদের মাকে এই জগৎসংসারে আমাদের জন্য পাঠিয়েছিলে আবার তোমার সংকল্প অনুসারে তুলে নিয়ে গেছো। প্রভু পরমেশ্বর একান্তভাবে প্রার্থনা করি মা যেন তোমার সান্নিধ্যে স্বর্গসুখ লাভ করে ও অনন্ত শান্তি পায়।

মা-মণি স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর যেন আমরা সবাই তোমার আদর্শ নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারি।

প্রিয় পাঠক, আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ১৪ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার। অনুগ্রহপূর্বক সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন। সকলকে ধন্যবাদ।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে
তোমারই আদরের সন্তানেরা
তেজগাঁও ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১৩৫/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org